

التوحيد للناشئة والمبتدئين
আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন
(প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)

মূল
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف
ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ

অনুবাদ
শাইখ মুখলিসুর রহমান মানসুর

مكتبة السنة للنشر
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

مكتبة السنة للنشر
 كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.
Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়:
 মাকতাবাতুস সুন্নাহ
 কাটাখালী, রাজশাহী।
 মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

সহযোগিতায়:
 আজিজুর রহমান
 ইসলামিক কালচারাল সেন্টার
 দাম্মাম, সৌদি আরব। +৯৬৬-৫০-০২৭-৯৩৫১

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ২০১৭ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্য: ১০০ (একশত) টাকা।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রাথমিক কথা	১১
২.	তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (১)	১৩
৩.	তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (২)	১৪
৪.	তিনটি মূলনীতির পরিচয়	১৫
৫.	আমাদের আক্বীদার মূলনীতি	১৯
৬.	শাহাদাতাইনের অর্থ	২৩
৭.	তাওহীদের প্রকার	২৭
৮.	কৃতকার্যগণের গুণাবলী	৩১
৯.	তাওহীদ পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ	৩২
১০.	শেষ দিবসের (পরকালের) প্রতি ঈমান	৩৫
১১.	ইসলামী আক্বীদাহ ও তার গুরুত্বের উপরে একটি প্রারম্ভিকা	৩৯
১২.	ইসলামী আক্বীদাহ বা বিশ্বাসের ভিত্তি	৩৯
১৩.	ইসলামী আক্বীদার গুরুত্ব	৪০
১৪.	আল্লাহর প্রতি ঈমান	৪২
১৫.	আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস	৪৪
১৬.	আল্লাহর উলুহিয়ায়্যার প্রতি বিশ্বাস	৪৭
১৭.	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর শর্তাবলী।	৫১
১৮.	ইবাদতের রুকন বা ভিত্তিসমূহ	৫৫
১৯.	শিরকের প্রকারভেদ	৫৮
২০.	আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস	৬১
২১.	আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রভাব ও ফলাফল	৬৩
২২.	মালায়িকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান	৬৫
২৩.	ফেরেশতাগণের গুণাবলী	৬৬
২৪.	ফেরেশতাগণের প্রকার ও কাজ	৬৭
২৫.	ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব	৬৮

২৬.	আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান	৬৯
২৭.	কুরআনুল কারীমের বিশেষত্ব	৭০
২৮.	কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৭২
২৯.	পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি হওয়া।	৭৩
৩০.	আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব	৭৪
৩১.	রসূলগণের প্রতি ঈমান	৭৫
৩২.	রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ	৭৬
৩৩.	নাবী ও রাসূলের পরিচয়	৭৮
৩৪.	রসূলগণের আলামত বা নিদর্শন।	৮১
৩৫.	নাবী ও রসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা।	৮৪
৩৬.	রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮৬
৩৭.	রসূলগণের উপর ঈমান আনার প্রভাব	৮৯
৩৮.	কিয়ামত বা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান	৯১
৩৯.	কবরের পরীক্ষা	৯৪
৪০.	কিয়ামতের আলামত	৯৯
৪১.	কিয়ামতের বড় আলামত বা নিদর্শন।	১০১
৪২.	পুনরুত্থান	১০৩
৪৩.	হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ, কিতাব পাঠ	১০৮
৪৪.	জান্নাত ও জাহান্নাম	১১৩
৪৫.	তাক্বদীরের (ভাগ্যের ভাল-মন্দের) প্রতি বিশ্বাস	১১৭
৪৬.	আল্লাহর আদেশকৃত কাজে ভাগ্যের দোহাই দেয়া।	১২১
৪৭.	তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব	১২৪

লেখকের জীবনী

নাম: ডক্টর আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ।

শিক্ষাগত পদবী: অধ্যাপক, মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সউদী আরব। এখানে সহযোগী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান ১৪০৪ হিজরীতে, এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪০৭ হিজরীতে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। ১৪১৪ হিজরীতে সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৪২৭ হিজরীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। অদ্যাবধি তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

জীবন বৃত্তান্ত

জন্ম তারিখ: ১৩৮০ হিজরী।

জন্ম স্থান: রিয়াদ, সউদী আরব।

অনার্স: ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪০৩/১৪০৪ হিজরীতে দ্বীনের মূলনীতি (আক্বীদা) বিষয়ে কৃতিত্বের সহিত অনার্স শেষ করেন।

বিশেষজ্ঞ: দ্বীনের মূলনীতি বিশেষতঃ আক্বীদা ও সমসাময়িক দলসমূহ।

১৪০৭ হিজরীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আক্বীদাহ এর উপর চমৎকার (৯০ এর উপরে মার্ক) ফলাফল নিয়ে এম, এ, পাশ করেন। ১৪১৪ হিজরীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চমৎকার ফলাফলসহ আক্বীদাহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১। আক্বীদা বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব থেকে পাঠ দান। যেমন: কিতাবুত্তাওহীদ, ফতহুল মাজীদ, হামাবিয়াহ্, আবুদিয়্যাহ্, তাদমুরিয়্যাহ্, লুমআ'তুল ই'তিক্বাদ, আল্লামাহ্ সাব্বুনী রচিত সালাফগণের আক্বীদা, আক্বীদা আত্ ত্বাহাবীয়াসহ ইত্যাদি কিতাবের পাঠ দান করেছেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এ ও ডক্টরেট পর্যায়ে আক্বীদা বিভাগে সিলেবাস নির্ধারণ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

৩। সাথে সউদী শিক্ষামন্ত্রনালয়ের অধিনে উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস প্রণয়নের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪। বেশ কিছু কিতাব ও থিসিসের পরীক্ষক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৫। মাস্টার্স পর্যায়ে বেশ কিছু থিসিসের পরিচালক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

৬। আল্ বায়ান পত্রিকার একজন অন্যতম সদস্য।

ডক্টরেট থিসিসের বিষয়: “নাওয়াকিয়ুল ঈমান আল্ কওলিইয়াহ্ অল্ আমালিইয়াহ্” (ঈমান ভঙ্গকারী উক্তি ও কার্যাদি)। এতে তিনি চমৎকার ফলাফলসহ উত্তীর্ণ হন।

মাস্টার্সে থিসিসের বিষয়: “দা-আ’ওয়াল মুনাবিঈনা লি দা’ওয়াতিশ্ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্ ওয়াহ্‌হাব-উত্থাপন ও খন্ডন”। এখানেও তিনি চমৎকার ফলাফল করেন।

লিখনী খেদমত: তিনি প্রায় ত্রিশোর্ধ কিতাব রচনা করেছেন। আল্ রুশ্‌দ ও মাদারুল্ অত্বান ছাপানা খানা থেকে এ কিতাবগুলো একাধিকবার ছাপানো হয়েছে। সউদী দ্বীন মন্ত্রনালয় “আত্তাওহীদ লিন্ নাশিয়াতি অল্ মুব্‌তাদিঈন” তথা বক্ষমান “কিতাবুল ঈমান” বইটি নিজেদের খরচে ছাপিয়ে বিতরণ করেন। আর তা অনেক ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। লেখকের মাস্টার্সের থিসিস “দাআ’ওয়াল মুনাবিঈনা লি দা’ওয়াতিশ্ শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্ ওয়াহ্‌হাব-উত্থাপন ও খন্ডন” বইটি সউদী ফতোওয়া বোর্ড থেকে ছাপিয়ে বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

তিনি শতাধিক প্রবন্ধ, অর্ধশতাধিক প্রশ্নোত্তরের মজলিসসহ বিভিন্ন ইসলামী মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৩টির বেশী সম্মেলন বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও রয়েছে তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ ডি.ভি.ডি ও ভিসিডি। যার অধিকাংশগুলো তাকুওয়াহ্ ইসলামিয়াহ্ রেকর্ডিং সেন্টার থেকে প্রকাশ করা হয়েছে।

লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শাইখের ওয়েব সাইড দেখুন-

www.alabdulltif.net

অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: শাইখ মুখলিসুর রহমান বিন মানসুরর রহমান মাদানী।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: তিনি বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর থানাধীন মহেন্দ্র গ্রামে ১৯৮০ সালে এক দ্বীনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬ বছর বয়সে গ্রামের হেফয খানায় ভর্তি হয়ে মাত্র দুই বছরে ১৩ পারা কুরআন মুখস্থ করেন। ৮ বছর বয়সে উক্ত হেফয খানা বন্দ হয়ে গেলে তিনি পার্শ্ববর্তী মাগুরা প্রাইমারী স্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত ৫ম শ্রেণী পাশ করেন। অতঃপর ১ বছর আলিয়া মাদরাসাতে লেখাপড়া করতঃ নিজ ছোট চাচা শাইখ আব্দুস সালাম বিন আব্বাস মাদানীর সার্বিক সহযোগীতায় ১৯৯২ ইং সালের শুরুতে তিনি ঢাকাস্থ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াতে ভর্তি হন। উল্লেখ্য ইহা বাংলাদেশে সহীহ্ আক্বীদার কেন্দ্রীয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। যা ১৯৭৫ সাল থেকে অদ্যাবধি সঠিক দ্বীনী ইলম্ শিক্ষার এক সূতিকাগার হিসেবে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে চলেছে। এখানে তিনি দীর্ঘ এগার বছর লেখা পড়া করে ২০০২ ইং সালে অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন। এখানে তিনি কুরআন, তাফসীর, উসূলে তাফসীর, হাদীস, উসূলে হাদীস, আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ফিকাহ্ ও ইতিহাসসহ অনান্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদ্বয় শাইখ আহমাদুল্লাহ্ রাহমানী ও শাইখ আহমাদুল্লাহ্ রাহমানী নাসিরাবাদী, শাইখ মুস্তফা কাসেমীসহ অনেক প্রবীণ ও মাদানী শিক্ষকগণের নিকট হতে শিক্ষা অর্জন করেন। উল্লেখ্য প্রাইমারি, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও অনার্সের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি কৃতিত্বের সহিত লেখা পড়া সমাপ্ত করেন।

শিক্ষকতা: ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতা পেশাকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। সেই সুবাদে লেখা পড়া শেষে দোলেশ্বর ইসলামিয়াহ্ মাদরাসাতে শিক্ষকতা পেশায় আত্ম নিয়োগ করেন। কিন্তু এখানকার সুযোগ সুবিধা ভাল না হওয়ায় তিনি সে চাকুরী ছেড়ে দেন।

খন্ডকালীন চাকুরী: ২০০২ ইং সাল থেকে ২০০৪ ইং সাল পর্যন্ত অনুবাদক রিভাইভেল অব্ হ্যারিটেজ সোসাইটি কুয়েতের ঢাকা অফিসে দাওয়াহ্ বিভাগের অধীনে মসজিদ পরিদর্শনের কাজ করেন। এতে তিনি সারা দেশ সফরের এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। এখানে তিনি শতাধিক ইমাম ও দাঁঈর মাসিক প্রতিবেদন তদারকিরও দায়িত্ব পালন করেন।

স্কলারশিপ: ২০০৪ ইং সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরবের স্কলারশিপ লাভ করলে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে তিনি চাকুরী ছেড়ে মদীনায় চলে আসেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ ইসলামী বিদ্যাপিঠের দাওয়াহ ও দ্বীনির মূলনীতি বিভাগ থেকে ২০০৮ ইং সালে কৃতিত্বের সহিত অনার্স কোর্স সমাপ্ত করেন।

মাস্টার্স সার্টিফিকেট: ২০১০ ইং সালে ঢাকাস্থ দারুল ইহুসান প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে দাওয়াহ বিষয়ে গোল্ডেন এ প্লাসসহ কৃতিত্বের সহিত এম, এ পাশ করেন।

মূল কর্মজীবন: ২০০৮ ইং সালের শেষের দিকে তিনি রংপুর শহরে অবস্থিত সালাফিয়াহ মাদরাসাতে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে খেদমত আঞ্জাম দেন। অধ্যক্ষ শামসুল হক সাহেবের অনুপস্থিতিতে মাদরাসা মসজিদে বেশ কিছু দিন জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন।

দাঈ ইলান্নাহ: ২০০৯ সালের শুরু দিকে সউদী আরবস্থ দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার থেকে তার নিকটে দাঈর ভিসা পাঠানো হলে দাওয়াতী কাজে ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে ২০০৯ ইং সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর সউদী আরবে প্রবাস জীবনে পা রাখেন। তখন থেকে তিনি এখানেই কর্মরত রয়েছেন।

দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ: দাওয়াতী কাজে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সুবাদে এ পর্যন্ত ১৫টির অধিক বই অনুবাদ ও সংকলন করেছেন। আল্‌হামদু লিল্লাহ ১২ টি বই ইতিমধ্যে দাম্মাম ইসলামিক সেন্টার থেকে ছাপা হয়েছে। যার অন্যতম একটি বই হল: “আত্তাওহীদ লিন্ নাশিয়াতি অল্ মুবতাদিঈন” তথা বক্ষমান “কিতাবুল ঈমান”। এ বইটি মাকতাবাতুস সুন্নাহ রাজশাহীর পক্ষ থেকে ছাপানো হচ্ছে। আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

বক্তব্য: দীর্ঘ ৭ বছরের দাওয়াতী জীবনে শাইখের প্রায় শতাধিক বক্তব্য রেকর্ড ও ইউটিউং হয়েছে। যা শাইখ মুখলিসুর রহমান নামে ইউটিউবে পাবেন।

আল্লাহ তায়া'লা সবাইকে দুনিয়াতে সুখে রাখুন এবং পরকালে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

প্রকাশকের নিবেদন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীকও নেই। আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দাস এবং তার প্রেরিত রসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রীতি-নীতি। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত ও সুপথ থেকে বিচ্যুত। আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই অবস্থান জাহান্নাম।

আজকের মুসলিম বিশ্ব যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'কে গ্রহণ করে এবং শির্ক, বিদ'আত, তৃণ্ডুত, বাতিল বর্জন করতঃ দীন ইসলামের উপর ঈমান আনে; সকল দল-মত ছিন্ন করে মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী), মু'মিন (ঈমানদার), মুত্তাকী (যিনি আল্লাহর আদেশ পালনকারী এবং নিষেধ বর্জনকারী), সবির (ধৈর্যশীল), সলেহ (সৎকর্মশীল), সদিক্ব (সত্যবাদী), মুহসিন (সৎকর্মশীল ও কল্যাণকারী) পরিচয়ে গৌরব বোধ করতঃ মুশরিক, কাফের, যালেম, ফাসেক ও মুনাফেকদের পথ ও পছা পরিহার করে; তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য। গঠিত হবে সার্বজনীন বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখণ্ডিত মুসলিম সমাজ।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফীক দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ করে দিন। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম দানশীল ও করুণাময়। আমীন!

প্রকাশক:

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাথমিক কথা

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল ‘আলামীনের জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর।

অতঃপর তাওহীদের এ কিতাবটি দলীল প্রমাণসহ স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। সাথে এ বিষয়ের কিছু শিক্ষণীয় এবং চরিত্রগত দিকও খেয়াল রাখা হয়েছে।

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করি তিনি যেন বইটির দ্বারা মুসলিম সমাজকে উপকৃত করেন। ইসলামের জন্য যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের চেষ্টা-শক্তিতে বরকত দেন এবং সকলকে সৎ নিয়ত ও সত্যের অনুসরণের তৌফীক দান করেন।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সকল সাথীবর্গের উপর সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

বিনিত: লেখক

তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (১)

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই ।

محمد رسول الله

মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল ।

ربي الله

আমার রব আল্লাহ ।

أنا أعبد ربي

আমি আমার রবের ইবাদত করি ।

أنا أحب ربي

আমি আমার রবকে ভালবাসি ।

স 1: مَنْ رَبُّكَ؟

জ 1: رَبِّيَ اللَّهُ.

প্রশ্ন ১: আপনার পালনকর্তা কে?

উত্তর: আমার পালনকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ।

স 2: مَنْ الَّذِي خَلَقَكَ؟

জ 2: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَنِي وَخَلَقَ النَّاسَ جَمِيعًا.

প্রশ্ন ২: কে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ?

উত্তর: মহান আল্লাহ আমাকে এবং সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ।

স: 3: مَنْ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؟

জ: 3: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ.

প্রশ্ন ৩: রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রাত, দিন এবং চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন।

স: 4: مَنْ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ الَّتِي تَمْشِي عَلَيْهَا؟

জ: 4: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ الَّتِي تَمْشِي عَلَيْهَا.

প্রশ্ন ৪: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: আমরা যে যমীনের উপর চলাফেরা করছি তা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।

স: 5: مَنْ الَّذِي خَلَقَ الْبَحَارَ وَأَجْرَى الْأَنْهَارَ؟

জ: 5: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْبَحَارَ وَأَجْرَى الْأَنْهَارَ.

প্রশ্ন ৫: কে সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তায়া'লা সমুদ্রসমূহ সৃষ্টি এবং নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন।

স: 6: مَنْ الَّذِي يَنْزِلُ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ؟

জ: 6: اللَّهُ الَّذِي يَنْزِلُ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ.

প্রশ্ন ৬: কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন?

উত্তর: আল্লাহ তায়া'লা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

স: 7: مَنْ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا الشَّمَارَ؟

জ: 7: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْأَشْجَارَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا الشَّمَارَ.

প্রশ্ন ৭: কে গাছ-পালা সৃষ্টি করতঃ তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন ?

উত্তর: আল্লাহ তায়া'লা গাছ-পালা সৃষ্টি করতঃ তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন।

তাওহীদ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (২)

أنا أعبد الله.

আমি আল্লাহর ইবাদাত করি।

أنا أحب الله.

আমি আল্লাহকে ভালবাসি।

الله خلق الناس لعبادته وطاعته.

আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

عبادة الله وطاعته واجبة على جميع الناس.

আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা সকল মানুষের উপর ফরয।

س1: ما دينك؟

ج1: ديني الإسلام.

প্রশ্ন ১: আপনার দ্বীন কি?

উত্তর: আমার দ্বীন ইসলাম।

س2: ما الإسلام؟

ج2: الإسلام هو توحيد الله، وطاعة الله، وترك مخالفة أمر الله تعالى.

প্রশ্ন ২: ইসলাম কি (কাকে বলে)?

উত্তর: ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা।

س3: ما أساس الإسلام؟

ج3: أساس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

প্রশ্ন ৩: ইসলামের মূল ভিত্তি কি?

উত্তর: ইসলামের মূল ভিত্তি হলো: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

স: 4: لماذا نقوم جميعا لأداء الصلاة عند سماع الأذان؟

জ: 4: لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا يكون الإنسان مسلماً إلا بفعلها.

প্রশ্ন ৪: আযান শুনে আমরা ছালাত আদায় করি কেন?

উত্তর: কেননা ছালাত হলো ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, ইহা পালন ব্যতীত মানুষ মুসলিম হতে পারে না।

স: 5: مَنْ الرسول الذي أرسله الله إلينا؟

জ: 5: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أرسله الله إلينا.

প্রশ্ন ৫: আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসাবে আমাদের নিকটে কাকে প্রেরণ করেছেন?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

স: 6: لماذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعاً؟

জ: 6: أرسله الله إلى الناس ليعلمهم الإسلام.

প্রশ্ন ৬: আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের নিকটে কেন প্রেরণ করেছেন?

উত্তর: মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়া'লা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নিকটে প্রেরণ করেছেন।

স: 7: ما الذي يدعو إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟

জ: 7: يدعو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة غير الله.

প্রশ্ন ৭: মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে কিসের প্রতি আহ্বান করেন?

উত্তর: নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করা ও গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও) ইবাদত পরিত্যাগের প্রতি আহ্বান করেন।

তিনটি মূলনীতির পরিচয় [معرفة الأصول الثلاثة]

আল্লাহকে রব (رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا), ইসলামকে দীন (وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا) এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী ও রাসূল হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট (وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَنَبِيًّا) [ছহীহ মুসলিম ৩৪]।

তিনটি মূলনীতি জানা আমাদের জন্য ফরয (يَجِبُ عَلَيْنَا مَعْرِفَةُ ثَلَاثَةِ أَصُولٍ) : তা হলো- সৃষ্টিকর্তা (مَعْرِفَةُ الرَّبِّ تَعَالَى), দীন ইসলাম (وَالدِّينِ) এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (وَالرَّسُولِ) সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

প্রথম মূলনীতি: আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। আমার প্রতিপালক আল্লাহ, তিনি সৃষ্টিকর্তা, সারা বিশ্বের মালিক এবং পরিচালনাকারী [رَبِّيَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ]। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: 62]

আল্লাহ সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সব কিছুর কর্মবিধায়ক [সূরা আয-যুমার ৩৯:৬২]।

২। আমার পালনকর্তার নিদর্শন এবং সৃষ্টি জীবের মাধ্যমে আমি তাকে জানব [أَعْرِفُ رَبِّي بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ]। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: 37]

তার নিদর্শনের অন্যতম হলো: দিন, রাত, চন্দ্র এবং সূর্য [সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম আস-সাজদা) ৪১:৩৭]।

৩। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা এক-অদ্বিতীয় এবং শরীকহীন সত্য মা‘বুদ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয় [إِلَهُهُ الْمَعْبُودُ الْمُسْتَحَقُّ]। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]

হে মানব সকল তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার [সূরা বাক্বারা ২:২১]।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ : আল্লাহ্ আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: মহান আল্লাহ আমাকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]

আমি জ্বীন এবং মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি [সূরা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬]।

প্রশ্ন ২ : আল্লাহর ইবাদাত কি?

উত্তর: তার ইবাদত হলো: একত্বের সহিত আল্লাহর আনুগত্য করা [عبادته]।
[توحيده و طاعته]

প্রশ্ন ৩ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ কি?

উত্তর: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই [لا معبود بحق إلا الله]।

দ্বিতীয় মূলনীতি: দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

১। ইসলাম হলো আল্লাহর একত্ব, তার আনুগত্য করতঃ তার অবাধ্য কাজ পরিত্যাগ করা [الإسلام هو توحيد الله و طاعته، وترك مخالفة أمر الله]। আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء : 12]

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ করতঃ ভাল কাজ করে; তার চাইতে দ্বীনের দিক দিয়ে আর কে উত্তম হতে পারে? [সূরা আন্ নিসা ৪:১২৫]।

২। ইসলাম সেই দীন যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খুশি হয়ে সকল মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন [الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعا]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة : 3]

আর সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামকে আমি তোমাদের দীন মনোনীত করলাম [সূরা আল মায়িদা ৫:৩]।

৩। ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও সন্তুষ্টির দীন [الإسلام هو دين الخير]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿يَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة : 112]

অবশ্য যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছে এবং সৎকর্মশীল হয়েছে, মূলতঃ তার জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কোন ভয় ও চিন্তা নেই [সূরা বাক্বারা ২:১১২]।

স: 1: كم أركان الإسلام؟ وما هي؟

জ: 1: أركان الإسلام خمسة وهي:

প্রশ্ন ১ : ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) কয়টি ও কি কি?

উত্তর: ইসলামের রুকন (স্তম্ভ) পাঁচটি:

1- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

2- إقام الصلاة.

3- إيتاء الزكاة.

4- صوم رمضان.

5- حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة.

- ১। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।
- ২। ছালাত প্রতিষ্ঠা করা।
- ৩। যাকাত প্রদান করা।
- ৪। রমযান মাসের সিয়াম পালন করা
- ৫। আর সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বাইতুল্লাহয় হজ্জ করা [সহীহ বুখারী ৮, সহীহ মুসলিম ৮, ১৬]।

তৃতীয় মূলনীতি: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানা ও চেনা।

- ১। আমার নাবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [نبی محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم]।
- ২। বিশ্বের সকল মানুষকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন [أرسل الله نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعًا ليعلمهم الإسلام]।
- ৩। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য ফরয [يجب علي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم]। আল্লাহ তা'আলা বলেন:
﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر : 7]
- রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক [সূরা আল হাশর ৫৯:৭]।

আমাদের আক্বীদার মূলনীতি [أصول عقيدتنا]

আমাদের আক্বীদার (বিশ্বাসের) মূলনীতি হলো তিনটি [أصول عقيدتنا ثلاثة]:

معرفة ربنا، وديننا، ونبينا

- ১। আমাদের রব আল্লাহ তা'আলা,
- ২। দ্বীন (ইসলাম) এবং
- ৩। আমাদের নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

প্রথম মূলনীতি: আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা [معرفة ربنا سبحانه]।

- ১। আমাদের পালনকর্তা হলেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন সমূহের সৃষ্টিকর্তা [ربنا الله سبحانه خالق السماوات والأرض]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأعراف : 54]

তোমাদের রব তো তিনিই যিনি আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন [সূরা আল আ'রাফ ৭:৫৪]।

- ২। আমাদের রব হলেন সেই আল্লাহ যিনি মানুষকে উত্তম আক্বতিতে সৃষ্টি করেছেন [ربنا الله الذي خلق الإنسان وأحسن خلقه]। তিনি বলেন:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين : 4]

নিশ্চয় মানুষকে আমি সর্বোত্তম আক্বতিতে সৃষ্টি করেছি [সূরা আত্বীন ৯৫: ৪]।

৩। আমাদের পালনকর্তা সেই আল্লাহ যিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন [ربنا
الله الذي يدبّر الأمر]। তিনি বলেন:

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: 5]

আল্লাহ আসমান হতে যমীন পর্যন্ত সবকিছু পরিচালনা করেন [সূরা আসসাজ্জাহ
৩২:৫]।

৪। আল্লাহ তায়া'লা জ্বিন এবং মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন
[خلق الله الجن والإنس لعبادته]। তিনি বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : 56]

আমি জ্বিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি [সূরা
আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬]।

৫। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে ও
তাগুতকে অস্বীকার করতে আদেশ দিয়েছেন [أمرنا الله بالكفر بالطاغوت والإيمان]
আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة : 256]

যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে নিশ্চয়
মজবুত রজ্জুকে ধারণ করে [সূরা আল বাক্বুরাহ ২:২৫৬]।

৬। মজবুত রজ্জু হলো: لا إله إلا الله : لا-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এর অর্থ: لا معبود
إلا الله আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই।

দ্বিতীয় মূলনীতি: আমাদের দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা [معرفة ديننا الإسلامي]

১। আমাদের দীন হলো সেই ইসলাম যা ভিন্ন অন্য কোন দীন আল্লাহ গ্রহণ করবেন না [ديننا هو الإسلام لا يقبل الله من أحد سواه]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران : 85]

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করবে উহা তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না [সূরা আল ইমরান ৩:৮৫]।

২। দীন ইসলামের স্তর তিনটি: [مراتب الدين الإسلامي ثلاث]

ক) ইসলাম [الإسلام]

খ) ঈমান [الإيمان] ও

গ) ইহসান [الإحسان]।

ক। ইসলাম [الإسلام]: একত্বের সহিত আল্লাহর নিকটে আত্ম-সমর্পণ করতঃ তার অনুসরণ করা এবং শির্ক ও তার অনুসারীদের থেকে মুক্ত হওয়া [هو]। [الاستسلام لله تعالى بالتحديد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله]।

খ। ঈমান [الإيمان]: আল্লাহ্, তার মালায়িকাগণ (ফেরেশতা), কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা [أَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ]।

গ। ইহসান [الإحسان]: আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করবেন যেন আপনি আল্লাহকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে মনে করবেন নিশ্চয় তিনি আপনাকে দেখছেন। [أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ] [تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ]

তৃতীয় মূলনীতি: আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা [معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم]

১। তিনি হলেন: মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী, আল-কুরায়শী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নাবী। [هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه] [وسلم وهو أفضل الأنبياء وخاتمهم]

২। আমাদের নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীন ইসলাম নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছেন। আমাদেরকে সকল কল্যাণের আদেশ দিয়েছেন এবং সকল প্রকার অকল্যাণ হতে নিষেধ করেছেন। [بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم] [هذا الدين، وأمرنا بكل خير، ونهانا عن كل شر]

৩। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের সকলের উপর ফরয [يجب علينا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم] [وأتباعه]। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب : 21]

রাসূল এর মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ [সূরা আল আহযাব ৩৩:২১]।

৪। পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ থেকে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশী ভালবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব। [يجب علينا تقديم محبة نبينا] [صلى الله عليه وسلم على محبة الأمهات والآباء وجميع الناس] আল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ সে আমাকে তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ থেকে বেশী ভালো না বাসবে [সহীহ বুখারী ১৫ ও সহীহ মুসলিম ৪৪] তার ভালবাসা হলো: তার অনুসরণ, অনুকরণ এবং আনুগত্য করা [والمحبة تكون باتباعه وطاعته]।

শাহাদাতাইনের অর্থ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল [أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই
[أشهد أن لا إله إلا الله]

১। ইবাদত [العبادة]: সাক্ষ্য দানের অর্থ হলো: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই [لا معبود بحق إلا الله]।

২। ইবাদত [العبادة]: ঐ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ যা আল্লাহ তায়া'লা ভালবাসেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হন [هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال]

৩। ইবাদত অনেক প্রকার: যেমন- দু'আ, ভয়, ভরসা, ছালাত, আল্লাহর স্মরণ এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদী [الدعاء، والخوف، والتوكل، والصلاة، والذكر، وبر الوالدين وغيرها]

দু'আ করার দলীল: আল্লাহ তায়া'লার বাণী:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر - 60)

তোমাদের পালনকর্তা বলেন: তোমরা আমার নিকট দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা অচিরেই লাঞ্চিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে [সূরা আল মু'মিন/গাফির 8০:৬০]।

ভয়ের দলীল: আল্লাহর বাণী:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران-175]

অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না। বরং আমাকে (আল্লাহকে) ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও [সূরা আল ইমরান ৩:১৭৫]।

তাওয়াঙ্কুল বা ভরসার দলীল: আল্লাহর ﷻ বাণী :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]

বস্তুতঃ তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর [সূরা আল মায়িদা ৫:২৩]।

ছালাতের দলীল: আল্লাহর বাণী-

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم : 31]

তোমরা সলাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। [সূরা আর-রুম আয়াত-৩১]।

যিকির বা আল্লাহর স্মরণের দলীল:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾

হে, মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তায়া'লাকে অধিক স্মরণ কর [সূরা আল আহযাব ৩৩:৪১]।

পিতা মাতার সাথে সদ্যবহার করার দলীল:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الأحقاف : 15]

আমি মানুষকে স্বীয় পিতা মাতার সাথে সদ্যবহারের আদেশ দিয়েছি [সূরা আল আহক্বাফ ৪৬:১৫]।

৪। সকল প্রকার ইবাদত এক, অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর জন্যই করতে হবে। অতএব, যে ব্যক্তি কোন ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য করবে সে কাফের। [تُصَرَّفُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا] [لغير الله فهو كافر]

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلَحُ
الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون- 117]

আর যে আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ডাকে সে সম্পর্কে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই। তার পালনকর্তার নিকটই তার হিসাব। অবস্থা তো এই যে, নিঃসন্দেহে কাফেররা সফলকাম হবে না [সূরা আল-মুমিনুন ২৩:১১৭]।

৫। মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা কেবল তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন [خلق الله الجن والإنس لعبادته وحده] তিনি বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : 56]

এবং আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে কেবল মাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি [সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬]।

৬। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ইবাদাত করবে সে অবশ্যই ব্যাপক উন্নতি, সৌভাগ্য, শান্তি এবং সুন্দর জীবন লাভ করবে [من عبد الله تعالى حقاً] [فسيجد سعادة عظيمة وسرورا كبيرا وحياة طيبة]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل : 97]

যে মু'মিন পুরুষ ও নারী নেক আমল করেছে, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। তারা যে আমল করতো তার বিনিময়ে আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম পারিশ্রমিক দিয়ে পুরস্কৃত করব [সূরা আন নাহল ১৫: ৯৭]।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল
[أشهد أن محمدًا رسول الله]

১। শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (شهادة أن محمدًا رسول) এর অর্থ: তিনি যে সকল বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা, তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন করা, তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা এবং তার দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা [تصديقه فيما أخبر،] [أطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه هوى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع]

২। আমাদের প্রিয় নাবীর নাম: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আল-হাশিমী আল-কুরাইশী। তিনি আরবের সর্বোন্নত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। [محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، فهو أفضل العرب] [نسباً]

৩। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকল মানুষের নিকটে নাবী ও রসূল হিসেবে প্রেরণ করতঃ সকলের উপর তার আনুগত্য করা ফরয করেছেন। [أرسل الله نبينا محمدا صلى الله عليه] [وسلم إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الناس]

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]

আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। সূরা আল আ'রাফ ৭:১৫৮।

৪। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করে সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি মানুষদেরকে তাওহীদ ও এক আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেন, অতঃপর মদীনায হিজরত করেন। তিনি মানুষদেরকে ইসলামের অন্যান্য আহকামের ব্যাপারেও আদেশ করেন। যেমন: যাকাত, সিয়াম এবং জিহাদ ইত্যাদি। পরিশেষে ৬৩ (তেষটি) বছর বয়সে মদীনাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৫। যে ব্যক্তি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধীতা করবে সে যত্ননাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে [من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو]
[مستحق للعذاب الأليم]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور :

[63

যারা রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদের সতর্ক থাকা উচিত যে, তারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা যত্ননাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে [সূরা আন নূর ২৪:৬৩]।

৬। যে ব্যক্তি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করবেন তিনি পরিপূর্ণ সৌভাগ্য এবং মহা সফলতা অর্জন করবেন [من أطاع النبي صلى]
[الله عليه وسلم فسينال السعادة الكاملة، والفوز الكبير]

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: 132]

তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও, যেন তোমরা করুণা লাভ করতে পার [সূরা আল ইমরান ৩:১৩২]।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور : 54]

তোমরা যদি রসূল আনুগত্য কর তাহলে তোমরা হেদায়েত-প্রাপ্ত হবে [সূরা আন নূর ২৪: ৫৪]।

তাওহীদের প্রকারভেদ [أنواع التوحيد]

তাওহীদ [التوحيد]: তাওহীদ হলো প্রভুত্ব, ইবাদাত এবং পরিপূর্ণ নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা [هو إفراد الله تعالى بالربوبية] [وَالْأَلُوْهِيَّةِ وَكَمَالِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ]

তাওহীদের প্রকার: তাওহীদ তিন প্রকার- [ثلاثة] أنواع التوحيد

- ১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ [توحيد الربوبية] বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব
- ২। তাওহীদুর উলুহিয়াহ [توحيد الألوهية] বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব
- ৩। তাওহীদুর আসমা ওয়াস সিফাত [توحيد الأسماء والصفات] বা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব।

১। তাওহীদুর রুবুবিয়াহ [توحيد الربوبية] বা প্রভুত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব:

আর তা হলো আল্লাহর কর্মে তার একত্ব। যেমন: সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, সকল কার্যাদি পরিচালনা করা, জীবন-মৃত্যু দেওয়া ইত্যাদী।

আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকারী নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر : 62]

আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর ওপর দায়িত্বশীল।
সূরা আয-যুমার ৩৯: ৬২।

আল্লাহ ছাড়া কোন রিযিকদাতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود : 6]

যমীনে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। সূরা হুদ ১১:৬।

আল্লাহ ছাড়া (আসমান যমীনের) কোন পরিচালনাকারী নেই।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يُذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة : 5]

তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কাজ পরিচালিত করেন। সূরা আস-সাজ্দা ৩২: ৫।

আল্লাহ ছাড়া জীবন ও মৃত্যু দানকারী কেউ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يونس : 56]

তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। আর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তীত হবে। সূরা ইউনুস ১০: ৫৬।

এ প্রকার তাওহীদ (তাওহীদুর রুব্বিয়াহ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়কালীন কাফিররাও স্বীকার করতো। কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায়নি। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। সূরা লুক্‌মান ৩১: ২৫।

২। তাওহীদুল উলুহিয়াহ (توحيد الألوهية) বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব: আর তা হলো বান্দার ঐ সকল কর্মে আল্লাহর একত্ব, যে সকল কাজের ব্যাপারে তিনি মানুষকে আদেশ দিয়েছেন। অতএব, সকল প্রকার ইবাদাত লা-শারীক, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্যই করতে হবে। যেমন, দু‘আ, ভয়, ভরসা, সহযোগিতা কামনা করা এবং আশ্রয় চাওয়া ইত্যাদী। তাই আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করব না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر : 60]

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। সূরা গাফির (মু‘মিন) ৪০: ৬০।

আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করি না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران : 175]

(শয়তান তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়) অতএব, তাদেরকে ভয় কর না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। সূরা আল ইমরান ৩:১৭৫।

আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

বস্তুতঃ তোমরা যদি মুমিন হও, তাহলে তোমরা আল্লাহর উপরই ভরসা কর সূরা আল মায়িদা ৫:২৩।

আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি না। তিনি মানুষের ভাষায় বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [الفاتحة : 5]

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। সূরা আল ফাতিহা ১:৫।

আমরা আল্লাহর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

আপনি বলুন: আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালন কর্তার। সূরা নাস ১১৪:১।

আর এ প্রকার তাওহীদ (তাওহীদুল উলুহিয়াহ) নিয়েই নাবীগণের (আলাইহিমুস সালাম) আগমন ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : 36]

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং ত্যাগুত (আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু ইবাদাত করা হয়) থেকে দূরে থাক। সূরা আন নাহল ১৬:৩৬।

এ প্রকার তাওহীদকেই কাফিররা প্রাক ও আধুনিক যুগে অস্বীকার করেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ভাষায় বলেন:

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾ [ص : 5]

মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছেন? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। সূরা সোয়াদ ৩৮: ৫।

৩। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত [توحيد الأسماء والصفات] :

আর তা হলো কুরআন এবং ছহীহ হাদীসে আল্লাহ ও রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তবে ও মূল অর্থে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তায়া'লার অনেক নাম রয়েছে। যেমন: আর-রহমান (অসীম দয়ালু), আস্-সামী' (সর্বশ্রোতা), আল-বাসীর (সর্বদ্রষ্টা)। আল-আযীয (মহাপরাক্রমশালী) এবং আল-হাকীম (মহাজ্ঞানী) ইত্যাদী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ] [الشورى : 11]

কোন বস্তুই তাঁর অনুরূপ নয়। বস্তুতঃ তিনি সব কিছু শুনে ও দেখেন। সূরা আশ্ শুরা ৪২:১১।

কৃতকার্য অর্জনকারীদের গুণাবলী [صفات الفائزين]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

[وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ] [العصر : 1-3]

যুগের কৃসম (অথবা আসরের সময়ের কৃসম)। নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু (তারা ক্ষতির মধ্যে নেই) যারা ঈমান এনেছে, সৎ আমল করেছে, পরস্পর একে অন্যকে সত্য সম্পর্কে সদুপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পর একে অন্যকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে (সূরা আল-আসর ১০৩:১-৩)।

অত্র সূরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগ বা আসরের সময়ের শপথ করে বলেছেন: সকল মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে। তবে যারা চারটি গুণে গুণান্বিত হবেন তারা ব্যতীত।

সে চারটি গুণ হলো:

১। আল-ঈমান [الإيمان]: আর তা হলো: আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা, তাঁর নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। [وهو معرفة الله تعالى، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام]

২। সৎকর্ম [العمل الصالح]: যেমন- সলাত, যাকাত, সিয়াম, সত্যবাদীতা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা ইত্যাদী। [مثل الصلاة والزكاة والصيام] [والصدق وبرّ الوالدين]

৩। পরস্পরকে সদুপদেশ দেয়া [التواصي بالحق]: আর তা হলো, মানুষকে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্বান করা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া। [وهو] [الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح، والترغيب في ذلك]

৪। পরস্পরকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দেয়া [التواصي بالصبر]: আর তা হলো, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা ও রসূলের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনুগত্যের কাজে অটল থাকা এবং বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করা। [وهو الصبر] [على فعل الطاعات، والصبر عند وقوع المصائب]

তাওহীদ পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

১। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা মানুষের উপর সর্ব প্রথম যে বিষয় ফরয করেছেন তা হলো- আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাগুতকে অস্বীকার করা [أول ما فرض الله على الناس الإيمان بالله والكفر بالطاغوت] যেমন- আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : 36]

আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তুগুত (আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুই ইবাদত করা হয়) থেকে দূরে থাক (সূরা আন নাহল ১৬: ৩৬)।

২। তুগুতের [الطاغوت] অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া যা কিছুই ইবাদত করা হয় এবং সে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। [كل ما عُبد من دون الله وهو راضٍ]

৩। তুগুতকে অস্বীকার করার নিয়ম হলো [صفة الكفر بالطاغوت]: আপনি এ বিশ্বাস রাখবেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা বাতিল, তা পরিত্যাগ করতঃ তার প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করবেন। তুগুতীদেরকে কাফির বলে জানবেন এবং তাদের সাথে শত্রুতা রাখবেন।

৪। শির্ক [الشرك] যা তাওহীদের বিপরীত: তাওহীদ হলো যাবতীয় ইবাদত এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য করা। শিরক হলো, যে কোন একটি ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের জন্য করা। যেমন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে আহ্বান করা বা ডাকা বা সাজদাহ করা ইত্যাদি।

৫। শির্ক সবচেয়ে বড় ও ক্ষতিকারক গুনাহ [الشرك أكبر الذنوب وأعظمها]। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء : 116]

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা আন নিসা ৪: ১১৬)।

শির্ক যাবতীয় সৎকর্মকে বাতিল বা ধ্বংস করতঃ চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাওয়া আবশ্যক করে দেয় এবং জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام-88]

এটাই হলো আল্লাহর হেদায়েত, তিনি তাঁর বান্দাহদের থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত করেন। তারা যদি শির্ক করতো তাহলে তারা যা করতো তা তাদের থেকে সব ব্যর্থ হয়ে যেত (সূরা আল আন আম ৬:২৮৮)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন:

[إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ] [المائدة : 72]

নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম (সূরা আল মায়িদা ৫:৭২)।

৬। কুফরী তাওহীদকে নষ্ট করে [الكفر ينافي التوحيد]: কুফরী হলো এমন সকল কথা ও কাজ যা তাতে নিপতিত ব্যক্তিকে তাওহীদ ও ঈমান থেকে বের করে দেয়। [فالكفر أقوال وأعمال تخرج فاعلها عن التوحيد والإيمان]

কুফরীর উদাহরণ: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অথবা কুরআনের আয়াত বা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ أَلِلَّهِ وَأَيَّاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

[التوبة : 65-66]

আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো? তোমরা ওয়র পেশ করো না, অবশ্য তোমরাই তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ (সূরা তাওবা ৯:৬৫-৬৬)।

৭। মুনাফিকী (দ্বিমুখিতা) তাওহীদ নষ্ট করে [النفاق ينافي التوحيد]: নিফাক হলো [النفاق]: মানুষ বাহ্যিকভাবে তাওহীদ ও ঈমান প্রকাশ করবে, কিন্তু তার অন্তরে শির্ক ও কুফরী গোপন রাখবে। [إن يظهر للناس التوحيد والإيمان ويبطن في قلبه الشرك والكفر]

নিফাক বা মুনাফিকীর উদাহরণ হলো: মুখে আল্লাহর প্রতি ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন করে রাখা।

যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : 8]

আর মানুষদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছি, অথচ তারা মু'মিন নয় (সূরা আল বাক্বারা ২:৮)। অর্থাৎ তারা মুখে বলে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু বাস্তবে তারা অন্তর থেকে ঈমান আনেনি।

[الإيمان بالله واليوم الآخر] আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান

পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ [الإيمان باليوم الآخر]: দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে কিয়ামত দিবস অবশ্যই সংঘটিত হবে। অতএব, আমাদের প্রত্যেকেই এ বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে কবর থেকে উত্থিত করবেন, অতঃপর তাদের হিসাব নিয়ে কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। অবশেষে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি রুকনের (স্তম্ভের) অন্যতম। কেউ এর প্রতি বিশ্বাস না রাখলে তার ঈমান সঠিক হবে না।

আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। পুনরুত্থান ও হাশরে বিশ্বাস [الإيمان بالبعث والحشر]: তা হলো মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা, মৃত শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া। অতঃপর সকল মানুষ আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে, আর তাদেরকে পোশাক, জুতা ও খাতনা বিহীন অবস্থায় এক জায়গায় একত্রিত করা হবে।

পুনরুত্থান (البعث) এর প্রমাণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে এর পরে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন পুনরায় উঠানো হবে [সূরা আল মুমিনুন ২৩:১৫-১৬]।

একত্রিত করার (হাশরের) প্রমাণ: রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

﴿بُحْشِرُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَفَاةٌ عِزَّةٌ غُرُلًا﴾

কিয়ামতের দিন মানুষকে জুতা, পোশাক এবং খাতনা বিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ২৮৫৯, তিরমিযী ২৪২৩]।

২। হিসাব এবং মীযানে (দাঁড়ি পাল্লা) বিশ্বাস [الإيمان بالحساب والميزان]:

সৃষ্টজীব দুনিয়াতে যে সকল আমল করেছে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাদের সে সকল কর্মের হিসাব নিবেন। অতএব, যে ব্যক্তি তাওহীদবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুসারী হবেন তাঁর হিসাব খুব সহজ হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি শিরক করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও রসূলের অবাধ্য হয়ে থাকে তবে তার হিসাব খুব কঠিন হবে। বড় একটা পাল্লায় আমল সমূহ ওজন করা হবে, ভালো আমলগুলো এক পাল্লায় রাখা হবে, খারাপ আমলগুলো অন্য পাল্লায় রাখা হবে।

যার খারাপ আমলের চেয়ে ভাল আমলের পাল্লা ভারী হবে তিনি জান্নাতী হবেন। অপর দিকে যার ভালো আমলের চেয়ে খারাপ আমলের পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামী হবে।

হিসাব (الحساب) এর দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا * وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ * مَسْرُورًا * وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا * وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾

[الإِنْشِقَاق-7-12]

অতঃপর যার ডান হাতে তার আমলনামা দেয়া হবে। অতঃপর অচিরেই তার হিসাব নিকাশ সহজ করা হবে। বস্তুতঃ সে তার পরিবারবর্গের নিকট সম্ভ্রষ্ট

চিত্তে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু যার আমলনামা তার পিঠের পিছনের দিক থেকে দেয়া হবে। অতঃপর সে অচিরেই মৃত্যুকে ডাকবে এবং সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে [সূরা আল ইনশিকাক ৮৪: ৭-১২]।

মীযান (الميزان) বা মাপ যন্ত্রের দলীল হলো: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنُصْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء - 47]

আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। অতঃপর কারো ওপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। আমল যদি সরিষা দানা পরিমাণও হয় তাও আমি উপস্থিত করব। বস্তুত হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আমিই যথেষ্ট [সূরা আল আন্বিয়া' ২১: ৪৭]।

৩। জান্নাত ও জাহান্নাম [الجنة والنار]: জান্নাত হলো চিরস্থায়ী নিয়ামতের স্থান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিন মুত্তাকীগণের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা তার ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করেন। সেখানে আল্লাহ তায়া'লা খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পছন্দনীয় বস্তুসহ যাবতীয় নিয়ামতসমূহ জমা করে রেখেছেন।

অপর দিকে জাহান্নাম! তা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান। আল্লাহ এবং তার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবাধ্য কাফিরদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন রকম শাস্তি, যন্ত্রণা এবং দণ্ড যা কোন দিন কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

জান্নাতের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾
[আল عمران : 133]

আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও, যার প্রশস্ততা হলো আসমান ও যমীন সমতুল্য। যা মুত্তাকীনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে [সূরা আল ইমরান ৩:১৩৩]।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة : 17]

কেউ জানে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ (আল্লাহর নিকট) চোখ জুড়ানো কি কি বস্তু গোপন রাখা হয়েছে [সূরা আস্ সাজদাহ্ ৩২: ১৭]।

জাহান্নামের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : 24]

সুতরাং তোমরা সে আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা কাফিরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে [সূরা আল বাক্বারাহ্ ২:২৪]। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا * وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الزمل: 12-13]

নিশ্চয়ই (তাদের জন্য) আমার নিকটে রয়েছে ভারী শিকল ও প্রজ্জলিত আগুন। আর গলায় আটকানো খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি [সূরা আল মুয্যাস্সিল ৭৩: ১২-১৩]।

হে আল্লাহ্ আমরা আপনার নিকটে জান্নাত এবং তার নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজের তাওফীক্ব কামনা করছি। জাহান্নাম এবং তার নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমীন।

ইসলামী আক্বীদা ও তার গুরুত্বের উপরে একটি প্রারম্ভিকা

আক্বীদা ও শরীয়াতের সমন্বয় হল দ্বীন ইসলাম। [إن الدين الإسلامي عقيدة
[وشریعة]

আক্বীদা দ্বারা সেই সকল বিষয় উদ্দেশ্য: যেগুলো আত্মা সত্যায়ন করে, তাতে অন্তর শান্তি পায় এবং হৃদয়ে এমন বিশ্বাস জন্ম হয় যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয় থাকে না। [**الأمر الذي تصدق بها النفوس، وتطمئن إليها القلوب وتكون**]
[يقينا عند أصحابها لا شك فيها ولا ريب]

শরীয়াত (الشريعة) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সেই সকল কাজ যা করতে ইসলাম আদেশ দিয়েছে। যেমন, সলাত, যাকাত, সিয়াম এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ইত্যাদি। [تعني التكاليف العملية التي دعا إليها الإسلام كالصلاة]
[والزكاة والصيام وبر الوالدين وغيرها]

ইসলামী আক্বীদা বা বিশ্বাসের ভিত্তি ৬টি: যথা-

الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره

- ১। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস।
- ২। তার মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস।
- ৩। তার কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস।
- ৪। তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস।
- ৫। কিয়ামাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস।
- ৬। তাক্বীদের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

আল্লাহ তায়া'লার বাণী:

﴿يَسِّرْ لِلَّهِ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة : 177]

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে। বরং বড় সৎ কাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নাবী-রসূলগণের উপর [সূরা বাক্বারা ২:১৭৭]।

কুদরের দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر : 49]

[50]

আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত [সূরা আল ক্বামার ৫৪: ৪৯-৫০]। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾ [صحيح مسلم-8]

জিবরীল আলাইহিস সালাম রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন: ঈমান হলো তুমি; আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাব সমূহ, তার রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস এবং তাকুদীরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে (ছহীহ মুসলিম ৮)।

ইসলামী আক্বীদার গুরুত্ব [أهمية العقيدة الإسلامية]

অনেকগুলো বিষয়ের মাধ্যমে ইসলামী আক্বীদার গুরুত্ব প্রকাশ পায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ১। আমাদের জীবনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আক্বীদা। কেননা, অন্তর যদি তার সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের ইবাদাত না করে তবে তা সুখ, শান্তি ও নিয়ামত পাবে না।
- ২। ইসলামী আক্বীদা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয। এ জন্য কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তার নিকটে সর্বপ্রথম ইসলামী আক্বীদার স্বীকারোক্তি চাওয়া হয়। যেমন আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ﴾

মানুষ যতক্ষণ “আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল” এ কথার সাক্ষ্য না দিবে, আমি ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি [সহীহ বুখারী ২৫ ও সহীহ মুসলিম ২২, আবু দাউদ ২৬৪১, তিরমিযী ২৬০৮, নাসাঈ ৩৯৬৭]।

৩। ইসলামী আক্বীদাই একমাত্র আক্বীদা যা নিরাপত্তা, শান্তি, সুখ এবং আনন্দ কায়েম করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না সূরা বাক্বারা ২:১১২।

ইসলামী আক্বীদাই কেবল সুস্থতা ও সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাক্বওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম সূরা আল 'আরাফ ৭: ৯৬।

৪। ইসলামী আক্বীদাই পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। ﴿أَنَّ الْعَقِيدَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ هِيَ السَّبَبُ فِي حَصُولِ التَّمَكُّنِ فِي الْأَرْضِ، وَقِيَامِ دَوْلَةٍ﴾। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء : 105]

আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে সূরা আল আশ্বিয়া ২১: ১০৫।

আল্লাহর প্রতি ঈমান [الإيمان بالله عز وجل]

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ: আল্লাহর অস্তিত্বকে নিশ্চিত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। প্রভুত্ব, ইবাদাত এবং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করা। আল্লাহর প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে:

১। আল্লাহ তা‘আলার অস্তিত্বে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা [الإيمان بوجود الله] | [سبحانه وتعالى]

২। আল্লাহর তা‘আলার প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা [الإيمان بربوبية الله تعالى] |

৩। আল্লাহ তা‘আলাইই একমাত্র সত্য ইলাহ ও ইবাদাতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা [الإيمان بألوهية الله تعالى] |

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস রাখা [الإيمان بأسماء الله وصفاته] |

এ চারটি বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ।

১। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা [الإيمان بوجود الله تعالى]

ক। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সামান্য সংখ্যক নাস্তিক ব্যতীত কেউ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। প্রত্যেক সৃষ্টি জীবই পূর্ব তালীম ছাড়াই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ঈমানের উপর সৃষ্ট। যেমন আমরা আহ্বানকারীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং প্রার্থনাকারীদের প্রার্থীত বস্তু প্রাপ্তির কথা শুনি ও দেখে থাকি, যা আল্লাহর অস্তিত্বের উপর স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9]

তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পালনকর্তার নিকট। তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন [সূরা আল আনফাল ৮: ৯]।

খ। প্রত্যেকেই জানে কোন কিছু সংঘটিত হলে তার সম্পাদনকারী বা সংঘটক থাকা আবশ্যিক। অসংখ্য সৃষ্টিজীব এবং প্রতিনিয়ত আমরা দুনিয়াতে যা দেখছি তারও একজন স্রষ্টা দরকার যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনিই হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কেননা স্রষ্টা বিহীন সৃষ্টি আসতে পারে না। তেমনি এটাও অসম্ভব যে কেউ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করবে, কেননা কোন বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور : 35]

তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? সূরা আত্ তুর ৫২: ৩৪।

আয়াতের অর্থ: তারা স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্ট হয়নি, আর তারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তাদের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

গ। আসমান, যমীন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা এবং গাছ-পালাসহ সুশৃঙ্খল এ দুনিয়া নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে এই পৃথিবীর একজন একক স্রষ্টা রয়েছেন। আর তিনিই হলেন মহান রব্বুল আ'লামীন। তিনি বলেন:

﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل-88]

এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। সূরা আন নামল ২৭: ৮৮।

তারকা ও নক্ষত্র সমূহ নির্দিষ্ট নিয়মে চলা-ফেরা করছে, নিজ কক্ষ পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রত্যেকটি নক্ষত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলে এবং তা কখনও অতিক্রম করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا لَشَّمْسُ يَبْغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ﴾ [يس : 40]

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দিনের, প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে। সূরা ইয়াসীন ৩৬:৪০।

২। আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস [الإيمان بربوبية الله تعالى]

ক। আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাসের অর্থ: এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর পালনকর্তা, মালিক, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন, উপকার ও ক্ষতি পৌছান, সব কিছুই তার, তার হাতে সকল কল্যাণ, তিনি সব কিছু করতে পারেন। এ সকল ক্ষেত্রে তার কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস হলো: দৃঢ় এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব বা প্রতিপালক, তার কোন শরীক নেই এবং আল্লাহর কাজে তাকে একক হিসেবে বিশ্বাস করা। যেমন: এ আক্বীদা পোষণ করা যে এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر : 62]

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সূরা আয যুমার ৩৯:৬২। তিনিই সকল সৃষ্টিজীবের রিযিকদাতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود : 6]

আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই (পৃথিবীর সকল জীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর)। সূরা হুদ ১১:৬।

আল্লাহ সব কিছুর মালিক। তিনি বলেন:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة : 120]

নভোমন্ডল, ভূমন্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সূরা আল মায়িদা ৫:১২০।

খ। আল্লাহ তা'আলা এককভাবে সকল সৃষ্টিজীবের পালনকর্তা। তিনি বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। সূরা আল ফাতিহা ১: ২।

রব্বুল আলামীনের অর্থ: তিনি সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সকল সৃষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, কল্যাণকারী। বিভিন্ন নিয়ামত ও অনুগ্রহের দ্বারা তিনি তাদেরকে লালন পালন করেন।

গ। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীবকে তার প্রভুত্বের বিশ্বাস দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, এমনকি রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানার আরবীয় মুশরিকদেরকেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ * قُلْ مَنْ يَدِّهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون : 86-89]

বলুন, সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? বলুন, তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? অবশ্যই তারা বলবে: আল্লাহর। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে? সূরা আল মু'মিনুন ২৩: ৮৬-৮৯।

আল্লাহ তায়া'লার প্রভুত্বে বিশ্বাস করলেই কেউ মুসলিম হয়ে যায় না। বরং অবশ্যই তাকে আল্লাহর উলুহিয়াতে (ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্বে) বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কেননা, আল্লাহর প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপনের পরও রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

ঘ। আসমান-যমীন, গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা, গাছ-পালা এবং মানুষ ও জ্বিনসহ সারা বিশ্ব মহান আল্লাহর অনুগত ও অধীনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [آل عمران 83]

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। সূরা আল ইমরান ৩:৮৩।

অতএব, কোন সৃষ্টি জীবই আল্লাহর শক্তি ও নির্ধারিত তাক্বদীর হতে বের হতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ তায়া'লাই হলেন তাদের মালিক, তিনি নিজের

হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালনা করেন। তিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু তাঁর তৈরী, দরীদ্র এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনের নিকটে মুখাপেক্ষী।

ঙ। যখন এটা নিশ্চিত হলো যে আল্লাহ্ তায়া'লাই সবকিছুর মালিক তখন জানা গেল, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা নেই। একমাত্র আল্লাহই সারা বিশ্বের পরিচালনাকারী। অতএব, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটা পিপিলিকাও নড়ে না।

তাই আমাদের জন্য ওয়াজিব হলো আমরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখব, বিপদাপদে তার নিকটেই প্রার্থনা করব, তার উপর ভরসা রাখবো। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং মালিক।

৩। আল্লাহর উলূহিয়ার প্রতি বিশ্বাস [الإيمان بالوحيية الله تعالى]

(আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ ও ইবাদাতের যোগ্য এ বিশ্বাস রাখা)

ক। ইলাহ (মা'বুদ) হিসেবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ইবাদাতের হক্কদার এবং যোগ্য। যেমন, দু'আ, ভয়, ভরসা, সহযোগীতা প্রার্থনা করা, ছালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদী। নিশ্চিতভাবে বান্দার জানা উচিত আল্লাহ্ তা'য়ালাই হলেন প্রকৃত মা'বুদ বা ইবাদাতের যোগ্য, তার কোন শরীক নেই। অতএব, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বুদ-উপাস্য নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة : 163]

আর তোমাদের মা'বুদ তো এক-ই মা'বুদ, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি করুণাময় ও মহান দয়ালু। সূরা আল বাক্বারা ২:১৬৩।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন উপাস্য এবং মা'বুদ হলেন একজন। অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তিনি ব্যতীত কারও ইবাদত করা জায়েয নয়।

খ। আল্লাহর উলূহিয়াতে বিশ্বাস: তা হলো এ কথা স্বীকার করা যে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র সত্য মা'বুদ, তার কোন শরীক নেই। ইলাহ্ শব্দের অর্থ মা'লুহ অর্থাৎ ভালবাসা ও সম্মান সহকারে যার ইবাদাত করা হয়। অতএব, উলূহিয়াহ্ হলো, সকল প্রকার ইবাদাতে আল্লাহর একত্ববাদ। তাই আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকি না, তিনি ব্যতীত কাউকে ভয় করি না।

আমরা কেবল তাঁর উপরই ভরসা করি, তাকেই সিজদাহ করি, তার নিকটেই নত হই। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। এ কথারই প্রমাণ মেলে আল্লাহ তায়া'লার বাণী:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ سورة الفاتحة-5

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। সূরা ফাতিহা ১:৫।

গ। উলূহিয়াহ্ বা ইবাদাতে আল্লাহর একত্ব বিশ্বাসের গুরুত্ব: নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে আল্লাহর উলূহিয়াতের গুরুত্ব বুঝা যায়:

১। মানুষ এবং জ্বীন সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো এক অদ্বিতীয়, লাশারীক আল্লাহর ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات : 56]

আমার ইবাদাত করার জন্যই আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬।

২। রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) এবং আসমানি কিতাবসমূহ প্রেরণের উদ্দেশ্য হলো এ কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে আল্লাহ তায়া'লাই একমাত্র সত্য মা'বুদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل : 36]

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং ত্বাণ্ডত থেকে নিরাপদ থাক সূরা আন নাহ্ল ১৬:৩৬।

৩। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়া'লার উলূহিয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয। যেমন: আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুয়ায বিন জাবাল (রা.) কে ইয়েমেনে পাঠান তখন তাঁকে যে ওসিয়ত করেন তা হলো:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ - أخرجہ البخاري
ومسلم

তুমি এমন জাতির নিকটে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। অতএব, তাদেরকে সর্বপ্রথম আল্লাহর ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিবে। সহীহ বুখারী ১৪৫৮ ও সহীহ মুসলিম ১৯। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহর একত্বের প্রতি আহ্বান করবে।

ঘ। (لا إله إلا الله) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরুত্ব: জীবনের প্রথম ও শেষে এই মর্যাদাপূর্ণ বাক্য বা কালিমাটি পাঠ ও বিশ্বাস করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। যে ব্যক্তি এ কালিমার উপর (বিশ্বাস সহকারে) মৃত্যুবরণ করবে তিনি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ أخرجہ مسلم

আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই, একথা জানা ও বিশ্বাস করা অবস্থায় যে ব্যক্তি ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সহীহ মুসলিম ২৬।

উপরক্ত আলোচনা থেকে ইহা স্পষ্ট যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই) এর জ্ঞানার্জন করা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ফরয।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (لا إله إلا الله) এর অর্থ: এক আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। এখানে আল্লাহ ছাড়া সকলের থেকে উলূহিয়াহ বা ইবাদাতের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অপর দিকে সকল প্রকার ইবাদাতকে একমাত্র লা-শারীক আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ইলাহ শব্দের অর্থ: মা'বুদ বা যার ইবাদত করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করল, সে তাকে ইলাহ বা মা'বুদ হিসাবে গ্রহণ করল। এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করা হয় তারা বাতিল। আল্লাহ তায়াল্লাই একমাত্র ইলাহ। অন্তরসমূহ ভালবাসা, সম্মান, বিনয়, নম্রতা, ভয়-ভরসা এবং দু'আর মাধ্যমে আল্লাহরই ইবাদত করবে।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর অর্থ বাস্তবায়ন ব্যতীত কোন অন্তর খুশী, সুখী ও সৌভাগ্যশীল হতে পারে না। কেননা, কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতেই রয়েছে পূর্ণ সুখ, শান্তি, নিয়ামত এবং সুন্দর জীবন।

উ। ৱাকান لا إله إلا الله : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর ভিত্তিসমূহ:

এ মর্যাদাপূর্ণ কালিমাটির দু'টি রোকন বা ভিত্তি রয়েছে, তা হলো: না বোধক এবং হাঁ বোধক (النفي والإثبات)।

প্রথম রুকন: (لا إله) লা-ইলাহা

আর ইহা হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতকে অস্বীকার করা, শিরককে বাতিল হিসেবে বিশ্বাস করা এবং অত্যাবশ্যকভাবে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যাদের ইবাদাত করা হয় তা কুফরী বলে জানা।

দ্বিতীয় রুকন: (إلا الله) ইল্লাল্লাহ্

ইহা হলো সকল প্রকার ইবাদাত এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং তা কেবলমাত্র আল্লাহর নিমিত্তেই সম্পাদন করা। এর দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة : 256]

যারা গোমরাহকারী ত্বাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। সূরা আল বাক্বারা ২:২৫৬।

এখানে আল্লাহর বাণী:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ (যারা গোমরাহকারী ত্বাগুতদেরকে মানবে না) হলো প্রথম রুকন লা-ইলাহা অর্থ। وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ (আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে) দ্বিতীয় রুকনের তথা ইল্লাল্লাহর অর্থ।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী [الله لا إله إلا الله]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাতটি শর্ত রয়েছে যা একসাথে পাওয়া আবশ্যিক। একসাথে সাতটি শর্ত পাওয়া না গেলে তা পাঠকারীর কোন উপকারে আসবে না।

শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১। العلم আল্ ইলম: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة محمد 19)

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯।

২। اليقين (দৃঢ় বিশ্বাস): এ কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া। যদি তাতে সন্দিহান ও দোদুল্যমান হয় তবে এ কালিমা তার উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾

তরাই মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না সূরা আল হুজরাত ৪৯:১৫।

৩। القبول (গ্রহণ করা): এ কালিমা একমাত্র আল্লাহ্ তায়া'লার যে সকল ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত পরিত্যাগ করার প্রমাণ বহন করে তা গ্রহণ করা।

কিঞ্চিৎ কোন ব্যক্তি যদি এ কালিমা পাঠ করতঃ এক আল্লাহর ইবাদত গ্রহণ না করে, তাহলে সে ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (36)﴾ [الصافات]

তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব সূরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭:৩৫-৩৬।

৪। الإنقياد (এ কালিমা যে সকল বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে তা স্বীকার করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [لقمان : 22]

যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্ অভিমুখী করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে, সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে সূরা লুক্‌মান ৩১:২২।

هُوَ এর অর্থ: স্বীকার করা ও বিনয়ী হওয়া।

الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى হলো: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ যার অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই।

৫। (الصدق) সত্যবাদীতা: তা হলো এ কালিমা সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে পাঠ করা। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ﴾

যে ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের উপর হারাম করে দিবেন সহীহ বুখারী ১২৮ ও সহীহ মুসলিম ৩২।

৬। (الإخلاص) খাঁটি একনিষ্ঠতা: তা হলো আমলকে সকল প্রকার শিরক থেকে মুক্ত করা। ফলে মুখলেস ব্যক্তি এ কালিমা পাঠের মাধ্যমে দুনিয়ার কোন লোভ লালসা করবে না। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহর সম্বন্ধটির জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। সহীহ বুখারী ৪২৫, ১১৮৬ ও সহীহ মুসলিম ৩৩।

৭। (الحبة) ভালবাসা: এ কালিমা ও যে সকল বিষয়ের উপর তা প্রমাণ বহন করে এবং এর প্রতি আমলকারীগণের প্রতি ভালবাসা থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ

حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة : 165]

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী সূরা বাকারা ২:১৬৫।

অতএব, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠকারী মু'মিনগণ আল্লাহকে খালেসভাবে ভালবাসেন। আর মুশরিকরা আল্লাহর সাথে তিনি ব্যতীত অন্য মা'বুদদেরকেও ভালবাসে। আর ইহা (আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ভালবাসা) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর পরিপন্থী ও তা ভঙ্গকারী বিষয়।

চ। (معنى العبادة) ইবাদতের অর্থ:

যে সকল প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন এবং তাতে খুশী হন তার সমষ্টিকে ইবাদত বলা হয়। যেমন- আল্লাহ্ ও তার রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকটে প্রার্থনা করা, ছালাত, যাকাত, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে জিহাদ করা ইত্যাদি।

ইবাদত অনেক প্রকার: আল্লাহর আনুগত্যমূলক যাবতীয় কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: কুরআন তেলাওয়াত করা, গরীব দৃঃখীদের প্রতি দয়া করা, সত্যবাদীতা, আমানত রক্ষা করা এবং সুন্দর কথা। মু'মিনের যাবতীয় কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি মু'মিন ব্যক্তি তার কাজের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করে। বরং আমাদের কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে খায় বা পান করে অথবা ঘুমায় তবে এর বিনিময়ে তাকে সওয়াব দেওয়া হবে।

অতএব, সৎ নিয়ত ও সঠিক ইচ্ছার কারণে এ সকল অভ্যাস ইবাদতে পরিণত হয় এবং এর জন্য সওয়াব দেওয়া হয়। তাই জানা গেল ছালাত, সিয়ামের মত কিছু নির্দিষ্ট নিদর্শনে ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়।

ছ। ইবাদাতের জন্যই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা সকল মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات- 56 - 58]

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাইনা এবং এটাও চাইনা যে, তারা আমাকে আহাৰ্য যোগাবে। আল্লাহ তায়ালাই তো জীবিকাদাতা শক্তির আধার, পরাক্রান্ত স্রা আয্ যারিয়াত ৫১:৫৬-৫৮।

আল্লাহ্ তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, জ্বিন এবং ইনসানকে তিনি কেবলমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। বান্দার ইবাদতের কোন প্রয়োজন আল্লাহর নেই। বরং আল্লাহর নিকটে নিজের প্রয়োজন থাকার কারণে বান্দারই তাঁর ইবাদত করা একান্ত আবশ্যিক।

শিরক বিহীন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার প্রয়োজনীয়তা বান্দার পানাহারের প্রয়োজনীয়তা থেকেও বেশী। মানব হৃদয় একবার আল্লাহর ইবাদত ও ইখলাসের (একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা) স্বাদ আসাদন করলে দুনিয়ার কোন বস্তু তার নিকটে এর চাইতে আনন্দদায়ক এবং উত্তম মনে হবে না। আল্লাহর ইবাদতকে বাস্তবায়ন করা ব্যতীত কেউ দুনিয়ার কষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে না।

জ। ইবাদতের রুকন বা ভিত্তিসমূহ [أركان العبادة]:

আল্লাহ তা‘আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তা দু’টি গুরুত্বপূর্ণ রুকনের উপর প্রতিষ্ঠিত:

১। পরিপূর্ণ বিনয়-নম্রতা এবং ভয়।

২। পরিপূর্ণ ভালবাসা।

অতএব, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলা যে ইবাদত ফরয করেছেন তাতে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিনয়-নম্রতা, ভয়, ভালবাসা, আত্মহ এবং আশা থাকা আবশ্যিক। ভয় ও বিনয়-নম্রতা ব্যতীত শুধু ভালবাসা (যেমন, খাদ্য ও সম্পদের ভালবাসা) ইবাদত হতে পারে না।

তেমনি মহব্বত বা ভালবাসা বিহীন ভয় ইবাদত নয়, যেমন- হিংস্র জন্তুকে ভয়করা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয়। তাই আমলে যখন ভয় ও ভালবাসা একত্রিত হবে তখন তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আর ইবাদত আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যতীত কারও জন্য করা জায়েয নয়।

বা। তাওহীদ তথা একত্ব ইবাদত ক্ববুলের কারণ [التوحيد سبب قبول العباداة]:

আল্লাহ্ তা'আলা যে ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব ব্যতীত তা ইবাদত বলে গৃহিত হবে না। শির্ক মিশ্রিত ইবাদত সঠিক নয়। তাওহীদের বাস্তবায়ন এবং ইবাদতে আল্লাহর একত্ব ছাড়া কেউ আল্লাহর ইবাদত করেছে বলা যাবে না।

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতে গিয়ে তার সাথে অন্যকে শরীক করে সে আল্লাহর ইবাদত করে না।

আল্লাহর নিকটে ইবাদত ক্ববুলের শর্ত হলো, আল্লাহর একত্ব, ইবাদতে আল্লাহর জন্য ইখলাস থাকা, শির্ক না করা। সাথে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করতে হবে।

অতএব, যেকোন ইবাদত ও আমল আল্লাহর নিকটে গ্রহণীয় হতে হলে দু'টি শর্ত থাকা আবশ্যিক:

১। কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা (এটাই হলো তাওহীদ) [أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ (وهو التوحيد)]।

২। আল্লাহ যে সকল আদেশ করেছেন তার মাধ্যমে ইবাদত করা। (আর সেটাই হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য) [أَنْ لَا يَعْبُدَ إِلَّا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (وهو الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم)]

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة-112]

হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালন কর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না [সূরা আল বাক্বারা ২:১১২]।

أَسْلَمَ وَجْهَهُ এর অর্থ: তাওহীদের বাস্তবায়ন করতঃ বান্দা তার ইবাদতকে আল্লাহর জন্যই একনিষ্টভাবে করে।

وَهُوَ مُخْسِنٌ এর অর্থ: রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যকারী।

এ৩। শিরক [الشرك] : ঈমান ও তাওহীদ পরিপন্থী বিষয়।

কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপাস্যে ঈমান আনা এবং সকল ইবাদতে তাকে একক হিসাবে গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। অপর দিকে আল্লাহর নিকটে শিরক হলো সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা ও মারাত্মক পাপ যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء : 48]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ে পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। সূরা আন নিসা ৪:৪৮। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [القمان: 13]

নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায় সূরাহ লুকমান ৩১:১৩।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় গুনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

﴿أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ﴾

সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো, তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন [সহীহ বুখারী ৪৪৭৭, সহীহ মুসলিম ৮৬]।

শিরক সকল ভাল আমল নষ্ট ও বাতিল করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

যদি তারা শিরক করত, তবে তাদের কাজ কর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত।

সূরা আল আন'আম ৬: ৮৮।

শিরক তাতে নিমজ্জিত ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই সূরা আল মায়িদা ৫: ৭২।

শিরকের প্রকারভেদ:

শিরক দু'প্রকার:

(১) বড় শিরক (الشرك الأكبر) ও

(২) ছোট শিরক (الشرك الأصغر)।

নিম্নে উভয় প্রকার শিরকের আলোচনা পেশ করা হলো:

১। শিরকে আকবার বা বড় শিরক: যে কোন আমল আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্যে করাই হলো শিরকে আকবার বা বড় শিরক। অতএব, প্রত্যেক কথা ও কাজ যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন তা তাঁর জন্যে করাই হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) ও ঈমান। আর তিনি ভিন্ন অন্য কারও জন্যে করাই হলো শিরক ও কুফরী।

এ প্রকার শিরকের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নিকটে কোন রিযিক বা সুস্থতা কামনা করা, তিনি ভিন্ন অন্যের উপর ভরসা রাখা, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্যে সিজদাহ করা ইত্যাদী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [গাফর : 60]

এবং তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব সূরা গাফির/মুমিন ৪০: ৬০।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة : 23]

আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও সূরা আল মায়িদা ৫:২৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم : 62]

অতএব আল্লাহকে সিজদাহ কর এবং তাঁর ইবাদত কর সূরা আন নাজম ৫৩: ৬২।

দু'আ, ভরসা রাখা এবং সিজদাহ করা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। অতএব, যে ব্যক্তি এসকল ইবাদত আল্লাহর জন্য করবেন তিনি মু'মিন ও একত্ববাদী (আস্তিক), আর যে তা গাইরুল্লাহর জন্য করবে সে মুশরিক ও কাফির (নাস্তিক)।

২। শিরকে আসগার বা ছোট শিরক:

শিরকে আসগার ঐ সকল কথা বা কাজ যা শিরকে আকবারের (বড় শিরকের) কারণ এবং তাতে পতিত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যেমন: কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা। তা কবরের নিকটে সলাত আদায় করা অথবা কোন কবরের উপরে মসজিদ তৈরী করার মাধ্যমে হতে পারে। এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম, তা যে করবে তার জন্য রয়েছে অভিশাপ ও আল্লাহর রহমাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার ওয়াদা।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ﴾

ইহুদী এবং নাসারাদের (খ্রীষ্টানদের) উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক, কারণ তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সহীহ বুখারী ৪৩৫, সহীহ মুসলিম ৫৩১।

অতএব, কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা হারাম ও নাজায়েয কাজ। ইহা মৃত ব্যক্তির নিকটে চাওয়া ও প্রার্থনার পথ খুলে দেয়। আর মৃত ব্যক্তির নিকটে চাওয়া শির্কে আকবার বা বড় শির্ক।

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস [الإيمان بأسماء الله وصفاته]

ক। এ প্রকার তাওহীদ হলো, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় কিতাবে অথবা রাসূলের হাদীসে যে সকল নাম ও গুণাবলী নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তা তার সাথে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে সত্যায়ন করা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে তার কোন সাদৃশ্য বা দৃষ্টান্ত নেই। তিনি বলেন:

﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى : 11]

তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনে, সব দেখেন। সূরা আশ শুরা ৪২:১১।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সকল নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে স্বীয় কোন সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

আল্লাহ তায়া‘লার নাম অনেক, তার মধ্যে রয়েছে: আর রহ্মান (পরম দয়ালু), আল বাসীর (সর্বদ্রষ্টা), আল আযীয (মহা পরাক্রমশালী) ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

(الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) অর্থ: তিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু সূরা আল্ ফাতিহা ১: ৩।

অন্য আয়াতে এসেছে:

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) অর্থ: তিনি সব শুনে, সব দেখেন সূরা আশ-শুৰা ৪২: ১১।

তিনি বলেন:

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় সূরা লুক্‌মান ৩১: ৯।

খ। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার উপকারীতা [ثَرَاتُ الْإِيمَانِ] :[بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ]

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার কিছু উপকারীতা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। আল্লাহর পরিচয় জানা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনবে, আল্লাহ্ তা‘আলা সম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ফলে তার সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির ঈমানের দৃঢ়তা ও স্রষ্টার ক্ষেত্রে তার তাওহীদ (একত্ব) বৃদ্ধি পাবে।

২। আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ দ্বারা তার প্রশংসা করা। আর ইহা উত্তম যিকিরের অন্যতম প্রকার। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : 41]

হে মু‘মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর সূরা আল্ আহযাব

৩৩: ৪১।

৩। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাকে ডাকা ও প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف : 180]

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। সূরা আল আ'রাফ ৭:১৮০।

যেমন এমন বলা: হে, আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি, তুমি রাখ্যাক্ব (রিযিক্বদাতা) সেহেতু তুমি আমাকে রিযিক্ব দাও ইত্যাদি।

৪। দুনিয়াতে সৌভাগ্য ও সুন্দর জীবন। আর পরকালে জান্নাতের নিয়ামত অর্জন করা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রভাব [اثار الإيمان بالله تعالى]

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সুন্দর প্রভাব রয়েছে। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণলাভ এবং অকল্যাণ প্রতিহত করা আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই ফল। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কিছু প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে সকল প্রকার অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিহত করেন। তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতি হতে মুক্ত করেন এবং শত্রুদের চক্রান্ত হতে তাদেরকে হেফযত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج- 38]

আল্লাহ মু'মিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৮।

২। ঈমান আনা সুন্দর জীবন, সৌভাগ্য এবং আনন্দের কারণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل : 97]

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দিব যা তারা করত সূরা আন নাহ্ল ১৬: ৯৭।

৩। ঈমান কুসংস্কার থেকে আত্মাকে পবিত্র করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সঠিকভাবে ঈমান আনে সে তার সকল বিষয়কে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে।

আল্লাহই সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তাই সে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিজীবকে ভয় করে না। কোন মানুষের সাথে তার অন্তরকে সম্পর্কিত রাখে না, ফলে ঐ ব্যক্তি কুসংস্কার ও সংশয় থেকে মুক্ত থাকে।

৪। ঈমানের অন্যতম প্রভাব হলো: সফলকাম ও কৃতকার্য হওয়া (الفوز), প্রার্থিত বস্তু লাভকরা এবং অপছন্দনীয় বস্তু হতে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرة : 5]

তরাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তরাই যথার্থ সফলকাম সূরা আল বাক্বারা ২: ৫।

৫। ঈমানের সবচেয়ে বড় প্রভাব হলো (وأعظم آثار الإيمان) : আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জন (الحصول على مرضاة الله تعالى), জান্নাতে প্রবেশ (ودخول الجنة), প্রতিদান স্থায়ী নিয়ামত (والفوز بالنعيم المقيم) এবং পরিপূর্ণ রহমত লাভের মাধ্যমে কৃতকার্য হওয়া (والرحمة الكاملة)।

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান [الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ]

ক। ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ: ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তারাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তারা তা সাথে সাথে পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء] (27)

বরং ফেরেশতাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেন না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করেন সূরা আশ্বিয়া ২১:২৬-২৭।

ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। ফেরেশতাগণ আছেন এ বিশ্বাস রাখা (الإيمان بوجودهم)।

২। আমরা যে সকল ফেরেশতার নাম জানি যেমন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যাদের নাম জানি না তাদের প্রতি সংক্ষিপ্তাকারে ঈমান রাখা। অর্থাৎ নাম নাজানা ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে সংক্ষেপে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩। ফেরেশতাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা।

৪। আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তারা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা, ক্লাস্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন রাত্রি তাঁর ইবাদাত করা। ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনয়ন ঈমানের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ﴾

রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেশতাদের প্রতি, তার গ্রন্থসমূহের প্রতি সূরা আল বাক্বারা ২:২৮৫।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন:

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

ঈমান হলো: আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, ক্রিয়ামত দিবস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা সহীহ মুসলিম ৮।

খ। ফেরেশতাগণের গুণাবলী:

১। সৃষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করেছেন : তারা নূর তথা আলোর তৈরী। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ

ফেরেশতাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সহীহ মুসলিম ২৯৯৬।

২। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فاطر : 1)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম সূরা আল ফাতির ৩৫:১।

৩। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীল আলাইহিস সালামকে ছয়শত পাখাসহ দেখেছেন সহীহ বুখারী ৪৮৫৭ ও মুসলিম ১৭৪।

৪। আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশতাগণ কখনও মানুষের রূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকেন। যেমন, মারইয়াম এর নিকটে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জিবরীল আলাইহিস সালামকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম ও লুত্‌ আল্লাইহিমাস্ সালামের নিকটে ফেরেশ্তাগণকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন।

৫। ফেরেশ্তাগণ অদৃশ্য জগত (তাদেরকে দেখা যায় না)। তাঁরাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর ইবাদত করেন। পালনকর্তা বা মা'বুদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাঁদের মাঝে নেই। বরং তাঁরাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যে রত রয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 6]

তারা (ফেরেশ্তাগণ) আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করেন সূরা আত তাহরীম ৬৬:৬।

গ। ফেরেশ্তাগণের প্রকার ও কাজ:

এ পৃথিবীতে ফেরেশ্তাগণ (আল্লাহর আদেশে) বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। তারা বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। তাদের অন্যতম হলেন:

১। জিব্রীল আল্লাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ হতে তার রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার দায়িত্ব প্রাপ্ত।

২। বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাকীল আল্লাইহিস সালাম।

৩। সিংগায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতা হলেন ইসরাফীল আল্লাইহিস সালাম।

৪। আত্মাসমূহ কবজের দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত ও তাঁর সহযোগী বৃন্দ।

৫। বান্দার ভালো মন্দ আমলের হেফাযতে নিয়োজিত ফেরেশ্তাগণ। তারা হলেন কিরামান কাতিবীন (সম্মানীত লেখকদ্বয়)।

৬। মুক্বীম, সফর, নিদ্রা অনিদ্রা এবং সর্বাবস্থায় বান্দাদের হেফাযতে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ। তারা হলেন, পর্যবেক্ষনকারীগণ।

৭। আরো রয়েছেন: জান্নাত জাহান্নামের প্রহরীগণ, ভ্রাম্যমান ফেরেশতাগণ: তারা কল্যাণ ও ইলমের মজলিসের অনুসন্ধানে নিয়োজিত, পাহাড়ের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ, একদল ফেরেশতা রয়েছেন যারা সর্বদা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদাতে ব্যস্ত রয়েছেন, এতে তারা কোন সময় ক্লান্ত হন না। আল্লাহ তায়া'লার সৈন্য সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

ঘ। ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব (آثار الإيمان بالله تعالى):

মু'মিনের জীবনে ফেরেশতাগণের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তার মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো:

১। আল্লাহর বড়ত্ব, শক্তি এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। কেননা, সৃষ্টির বড়ত্ব স্রষ্টার বড়ত্বের উপর প্রমাণ বহন করে। ফলে মু'মিন আল্লাহকে আরো বেশী সম্মান ও মর্যাদা দান করে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আলো থেকে বহু সংখ্যক পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন।

২। আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে ফেরেশতাগণ তার সকল আমল লিপিবদ্ধ করেন সে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে, ফলে সে প্রকাশ্য বা গোপনে আল্লাহর অবাধ্য হবে না।

৩। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য্য ধারণ করা। মু'মিন ব্যক্তি যখন এ বিশ্বাস রাখবে যে বিশাল পৃথিবীতে হাজারও ফেরেশতা তার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করেছে তখন সে প্রফুল্লতা এবং আত্ম তৃপ্তি অনুভব করবে।

৪। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম সন্তানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার দরুন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, তিনি এমন কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন যারা তাদের হেফাযতে সদা প্রস্তুত রয়েছেন।

৫। যখন কেউ মালাকুল মাওতের কথা স্মরণ করবে তখন সতর্ক হবে যে, এই দুনিয়া ধ্বংসশীল, চিরস্থায়ী নয়। ফলে সে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান [الإيمان بالكتب]

ক। আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাসের অর্থ: এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর কিছু কিতাব রয়েছে, যা তিনি বান্দাদের হেদায়েতের জন্য তার রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এ কিতাবগুলো আল্লাহর বাণী যা তিনি নিজে যেভাবে তার জন্য শোভাপায় সেভাবে বলেছেন। এ সকল কিতাবে বিশ্ব মানবতার জন্য উভয় জাগতিক সত্য, আলো এবং পথ নির্দেশনা রয়েছে।

আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস তিনটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

১। এ বিশ্বাস রাখা যে আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ (الإيمان بأن نزلوها من عند الله حقاً)।

২। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার যে সকল কিতাবের নাম আমাদেরকে জানিয়েছেন তা বিশ্বাস করা। যেমন,

ক। আল্ কুরআন যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

খ। তাওরাত যা মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে

গ। ইন্জীল যা ইসা আলাইহিস সালাম এর উপর এবং

ঘ। যাবুর যা দাউদ আলাইহিস সালাম এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

৩। এ সকল কিতাবের সংবাদগুলোকে সত্যায়ন করা। যেমন: কুরআনের সংবাদসমূহ। আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম রোকন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء : 136]

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূলগণও তাঁর কিতাবসমূহের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলগণের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাব সমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে সূরা আন নিসা ৪:১৩৬।

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তার নিজের, তদীয় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত কিতাব তথা কুরআনুল কারীম এবং কুরআনের পূর্বে নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দিয়েছেন।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ঈমান সম্পর্কে বলেছেন:

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

(صحيح مسلم-8)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে সহীহ মুসলিম ৮।

খ। কুরআনুল কারীমের বিশেষত্ব:

নিশ্চয় আল কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী যা আমাদের প্রিয় নাবী ও আদর্শ মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই মু‘মিনগণ এ কিতাবকে সম্মান করতঃ তার বিধানাবলী গ্রহণ, তা তেলাওয়াত এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণার সর্বাত্মক চেষ্টা করে।

কুরআনের মহত্ব বর্ণনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তা দুনিয়াতে আমাদের পথ নির্দেশক এবং পরকালে আমাদের নাজাতের কারণ।

কুরআনুল কারীমের অনেক বিশেষত্ব রয়েছে যা কুরআনকে অন্যান্য আসমানী কিতাব থেকে মর্যাদাবান করে তোলে।

কুরআনের কিছু বিশেষত্ব নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। কুরআনুল কারীম স্রষ্টার সকল বিধানের সারসংক্ষেপকে শামিল করে এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে এক আল্লাহর ইবাদতের যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যায়ণ ও দৃঢ় করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة :

48

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয় বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী সূরা আল মায়িদা ৫: ৪৮।

﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ এর অর্থ: কুরআনুল কারীম পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশুদ্ধ যা রয়েছে তা সত্যায়ন করে।

﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ এর অর্থ: কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং সাক্ষ্যদাতা।

সকল মানুষের জন্য কুরআনকে মজবুতভাবে ধারণ করা ওয়াজিব। সকল সৃষ্টিজীবের উপর কুরআনের আনুগত্য এবং তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যিক। কিন্তু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো নির্দিষ্ট কুওম বা জাতির জন্য ছিল।

আল্লাহ তায়ালা রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام : 19]

(আপনি বলুন) আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতি প্রদর্শন করি সূরা আল আনআম ৬: ১৯।

২। পবিত্র কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। তাই পরিবর্তনকারীর হাত এর প্রতি প্রসারিত হয়নি এবং হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر : 9]

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রহণ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক সূরা আল্ হিজর ১৫: ৯।

গ। যখন আমরা কুরআনের বিশেষত্ব ও একক বৈশিষ্ট্য জানতে পারলাম তখন জানা দরকার কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি?

কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। পবিত্র কুরআনুল কারীমকে ভালোবাসা ও সম্মান করা আমাদের উপর ওয়াজিব। কেননা, ইহা মহান রব্বুল ‘আলামীনের বাণী। সঙ্গত কারণেই তা সর্বাধিক সত্য এবং উত্তম কথা। [يجب علينا محبة القرآن، وتعظيم قدره واحترامه إذ هو]
[কলাম الخالق عز وجل، فهو أصدق الكلام وأفضله]

২। কুরআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সূরাহসমূহ নিয়ে গবেষণা করা, কুরআনের নসিহত, সংবাদসমূহ এবং ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। [ويجب علينا تلاوته وقراءته، وأن نتدبر آيات القرآن سوره، وأن نتفكر في]
[مواعظ القرآن وأخباره وقصصه]

৩। কুরআনের হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ এবং শিষ্টাচারগুলোর অনুসরণ ও আনুগত্য করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। [ويجب علينا اتباع أحكامه، والطاعة لأوامره]
[وآدابه]

উম্মুল মু’মিনীন আ’য়িশা (রা.) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বলেছিলেন:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র ছিল আল্ কুরআন সহীহ:

মুসনাদে আহমাদ ২৪৬০১, সহীহ মুসলিম ৭৪৬।

হাদীসের অর্থ: রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন কুরআনের বিধিবিধান ও শরীয়তের বাস্তবরূপ। তিনি কুরআনের দিক নির্দেশনাকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করেছেন। আর এ জন্যই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আমাদের জন্য আবশ্যিক। কেননা, তিনিই হলেন আমাদের প্রত্যেকের জন্য অনুসরণীয় নমুনা।

যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : 21]

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে সূরা আল্ আহযাব ৩৩:২১।

ঘ। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি হওয়া [تحريف الكتب السابقة]:

আল্লাহ্ তায়া'লা আমাদেরকে কুরআনে সংবাদ দিয়েছেন যে আসমানী কিতাব প্রাপ্ত ইয়াহুদী-নাসারারা তাদের কিতাবগুলোকে পরিবর্তন করেছে। ফলে পরবর্তীতে আল্লাহর নাযিলকৃত আকৃতিতে আর ফিরে আসেনি।

ইয়াহুদীরা তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতঃ তার বিধিবিধান নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

[النساء : 46] (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ)

কোন কোন ইয়াহুদী তাওরাতের শব্দাবলীকে তার লক্ষ্য থেকে মোড় ঘুড়িয়ে নেয় (এবং মনগড়া অর্থ করে) সূরা আন নিসা ৪:৪৬।

এমনিভাবে নাসারা বা খৃষ্টানেরা তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ইন্জীলের বিকৃতি করতঃ তার বিধিবিধানকে পরিবর্তন করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা নাসারাদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُؤُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران : 78]

আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে,

এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে সূরা আল ইমরান ৩:৭৮।

অতএব, বর্তমান বাজারে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের নিকটে যে তাওরাত ও ইন্জীল পাওয়া যায় তা মূসা এবং ঈসা আলাইহিমাস্ সালামের উপর নাযিলকৃত তাওরাত ও ইন্জীল নয়।

বর্তমানে আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদ-নাসারা) নিকটে বিদ্যমান তাওরাত ও ইন্জীল বিকৃত আকীদা (বিশ্বাস), বাতিল সংবাদাদি এবং মিথ্যা ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ।

তাই কুরআন ও সহীহ্ হাদীস এ কিতাবদ্বয়ের যা কিছু সত্যায়ন করেছে আমরা তা সত্যায়ন করি। আর কুরআন ও সুন্নাহ্ যা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে তাকে মিথ্যা হিসাবে জানি।

ঙ। আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার প্রভাব [آثار الإيمان بالكُتب]:

আসমানী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে। নিচে কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলো:

১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ মনোযোগ, অনুগ্রহ ও পূর্ণ রহমাত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ। কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক ক্বওম বা জাতির জন্য একটি করে কিতাব নাযিল করেছেন। যার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং এই কিতাবের দ্বারাই তাদের উভয় জাগতিক কল্যাণ অর্জিত হবে।

২। শরীয়াত প্রবর্তনে আল্লাহর হিকমাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের অবস্থা ও ব্যক্তি চরিত্রের উপযোগী শরীয়াত প্রবর্তন করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

[لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا] [المائدة : 48]

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি সূরা আল মায়িদা ৫:৪৮।

৩। আসমানী কিতাব নাযিলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'য়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কেননা, এ সকল কিতাব দুনিয়া ও আখিরাতে আলো এবং পথ নির্দেশক। সঙ্গত কারণেই এ বড় নিয়ামতের জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

রাসূলগণের প্রতি ঈমান [الإيمان بالرسول]

ক। রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা [حاجة الناس إلى الرسالة]:

রিসালাত মানুষের জন্য একান্ত আবশ্যিক। সকল বিষয়ের চেয়ে রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা বেশী। রিসালাত হলো পৃথিবীর আত্মা, আলো এবং জীবন। অতএব, আত্মা, জীবন এবং আলো না থাকলে পৃথিবীতে কি কল্যাণ থাকতে পারে?

রিসালাতের সূর্য ব্যতীত দুনিয়া অন্ধকার। রসূলগণের মাধ্যম ব্যতীত উভয় জাগতিক কল্যাণ ও মুক্তিলাভ এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাতকে রহ্ বা আত্মা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। আর আত্মা না থাকলে জীবনও থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ [سورة الشورى- 52]

এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিভাবে কি এবং ঈমান কি? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যাদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি সূরা আশ্ শুরা ৪২: ৫২।

রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন বা স্তম্ভ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة : 285]

রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলিমগণও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের

প্রতি এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর রসূলগণের মাঝে কোন তারতম্য করিনা সূরা আল বাক্বারা ২:২৮৫।

কোন পার্থক্য ব্যতীত সকল নবী ও রসূলগণের উপর ঈমান আনা আবশ্যিক তা অত্র আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই আমরা ইয়াহুদী নাসারাদের মত কতক রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং কতক রাসূলকে অস্বীকার করি না। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমান সম্পর্কে বলেছেন:

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

(صحیح مسلم- ৪)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে সহীহ মুসলিম ৮।

বর্তমানে আধুনিক ও উন্নত নামধারী রাষ্ট্রগুলো যে অশান্তি, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হচ্ছে তা মূলতঃ রিসালাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণেই।

খ। রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ:

এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক উম্মতে তাদের মধ্য থেকেই একজন করে রসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। রসূলগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) সকলেই সত্যবাদী ও সত্যায়িত। আল্লাহ্‌ভীরু, বিশ্বস্ত, সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং হেদায়াত প্রাপ্ত। আল্লাহ তা‘আলা যে দায়িত্ব দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তা তাঁরা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কোন কিছু গোপন, পরিবর্তন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে তাতে কম-বেশী করেননি।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: 35]

রাসূলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া সূরা আন নাহল ১৬: ৩৫।

সকল নাবীগণ স্পষ্ট সত্যের উপর ছিলেন এবং সকলের দাওয়াত ছিল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক সূরা আন নাহল ১৬:৩৬।

তবে হালাল-হারামের শাখা প্রশাখায় নাবীগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) শরীয়াতে কিছুটা ভিন্নতা ছিল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة-48)

আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি সূরা আল মায়িদা ৫:৪৮।

রসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে তাদের সকলের রিসালাত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং সত্য। অতএব, কেউ কোন একজন রাসূলের (আলাইহিমুস্ সালাম) রিসালাতকে অস্বীকার করলে সে যেন সকল নবীর রিসালাতকে অস্বীকার করলো।

দ্বিতীয়: আল্লাহ যে সকল নাবীর নাম উল্লেখ করেছেন তাদের প্রতি ঈমান আনা। যেমন: মুহাম্মাদ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা এবং নূহ আলাইহিমুস্ সালাম। আর যে সকল নবীর নাম আমরা জানি না তাদের প্রতি সংক্ষিপ্ত বা মৌলিক ভাবে ঈমান আনতে হবে।

তৃতীয়: রাসূলগণের বিশুদ্ধ সংবাদগুলোকে সত্যায়ণ করা।

চতুর্থ: আমাদের নিকটে যে রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে তার শরীয়াত মোতাবেক আমল করা। তিনি হলেন, সর্বোত্তম এবং শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

গ। নবী ও রাসূলের পরিচয় [تعريف النبي والرسول]

নাবীর শাব্দিক অর্থ: নবী শব্দটি আরবী, যার অর্থ “সংবাদ দাতা”। আরবী নাবাউন শব্দ হতে এর উৎপত্তি। নাবাউন মানে সংবাদ। অতএব নবী হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। অথবা নবী শব্দটি নাবওয়াতুন হতে এসেছে, আর নাবওয়াহ বলা হয় যমীনের উঁচু অংশকে। অতএব নবী হলেন সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি।

নবীর পারিভাষিক সংজ্ঞা: এমন এক স্বাধীন পুরুষ মানুষ যাকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা তার ওয়াহী পৌঁছানোর জন্য চয়ন করেছেন।

রাসূল শব্দের আভিধানিক অর্থ: যিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিনি তার অনুগত।

রাসূলের পারিভাষিক অর্থ: এমন স্বাধীন পুরুষ মানুষ, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলা যাকে শরীয়াতের মাধ্যমে নবী করে বিরোধী সম্প্রদায়ের নিকটে তা প্রচারের আদেশ দিয়েছেন।

নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য:

রাসূল নবী থেকে খাস। অতএব প্রত্যেক রাসূল নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। রাসূলকে নতুন শরীয়াত দিয়ে আল্লাহ দ্রোহী অথবা যারা তাঁর দীন জানে না তাদের নিকটে তা পৌঁছানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নবীকে পূর্বের শরীয়াত মোতাবেক দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ। রাসূলগণের গুণাবলী এবং নিদর্শনসমূহ [صفات الرسل وآياتهم]:

১। রাসূলগণের গুণাবলী: তারা মানুষ, তাই মানুষের মত তাদেরও পানাহারের প্রয়োজন। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ [الأنبياء : 7]

আপনার পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম সূরা আল আন্সিয়া ২১:৭।

রাসূলগণ অন্যান্য মানুষের মত অসুস্থ হন এবং তাদেরও মৃত্যু আসে। তাই রব এবং ইবাদাতের দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলগণের (আলাইহিমুস সালাম) কোন অধিকার নেই।

তবে তারা মানুষের বাহ্যিক সৃষ্টি এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে পরিপূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন। বংশগত দিক থেকে তারা উত্তম মানুষ এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তারা স্পষ্টভাষী যা তাদেরকে নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলে।

মানুষকে রাসূল হিসাবে প্রেরণের হিকমত হলো যাতে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ফলে তারা সহজেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। (ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হলে মানুষ তাকে দেখেই ভয় পেত, কেননা তাদের আকৃতি ভিন্ন, তখন বিরুদ্ধবাদীরা বলত মানুষকে কেন রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হলো না? তাছাড়া ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করলে আরও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হতো)।

২। রাসূলগণের অন্যতম গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা (অন্য সকল মানুষ বাদ দিয়ে কেবল মাত্র) তাদের নিকটে ওহী পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف : 110]

বলুন, আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ সূরা আল কাহাফ ১৮:১১০।

এখান থেকে বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মাঝ থেকে তাদেরকে চয়ন করেছেন। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: 124]

আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে সূরা আল আনআম ৬:১২৪।

রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রচার করেন সে ব্যাপারে তারা নিষ্পাপ। তাই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাবলীগে এবং তিনি যা দিয়ে তাদেরকে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়নে ভুল করেন না।

৩। রাসূলদের অন্যতম গুণ হলো সত্যবাদীতা, তাই রাসূলগণ তাদের কথা ও কাজে সত্যবাদী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس : 52]

রহমান আল্লাহ্ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫২।

৪। রাসূলগণের আরেকটি গুণ হলো ধৈর্য্য ধারণ করা। তারা সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী। মানুষদেরকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহ্বান করেন। একাজ আঞ্জাম দিতে গিয়ে তাদের উপর অনেক কষ্ট, নির্যাতন নেমে এসেছে। এতদসত্ত্বেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করতঃ আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوَّلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف : 35]

অতএব, আপনি সবুর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী রসূলগণ সবুর করেছেন সূরা আল আহকুফ ৪৬:৩৫।

রাসূলগণের আলামত বা নিদর্শনসমূহ: আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাঁদেরকে অকাটি প্রমাণ এবং স্পষ্ট মু'জিয়া (মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়) দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। যা তাঁদের সত্যতা এবং তাঁদের নব্বয়ত ও রিসালাতের বিস্তুততার উপর প্রমাণ বহন করে। সঙ্গত কারণেই আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূলগণের সত্যতা এবং দৃঢ়তা প্রমাণে তাঁদের হাতে মানুষের সাধ্যাতীত বিষয়সমূহ সংঘটিত করেছেন।

রসূলগণের আলামত ও মু'জিয়ার পরিচয়: তা হলো মানুষের সাধ্যাতীত অলৌকিক বিষয়াবলী যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নাবী ও রসূলগণের হাতে প্রকাশ করেছেন। (অনুরূপ মু'জিয়া মানুষ ঘটাতে অপারগ)।

এ সকল মু'জিয়া ও নিদর্শনের উদাহরণ: ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তার কুওম বা জাতি তাদের বাড়িতে কি খাবে ও কি গুদামজাত করবে তার সংবাদ দেওয়া, মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়া এবং আমাদের মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়া ইত্যাদী।

ঙ। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য [الحكمة من إرسال الرسل]:

১। রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে তাদের একমাত্র সত্য মা'বুদকে চিনতে পারে এবং রাসূলগণ তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করতঃ তাতে ফাটল সৃষ্টি হতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى : 13]

তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না সূরা আশ্ শুরা ৪২:১৩।

২। আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শনের জন্য। তিনি বলেন:

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [الكهف : 56]

আমি রসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শন কারীরূপেই প্রেরণ করি সূরা আল কাহাফ ১৮: ৫৬।

রসূলগণের (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) সুসংবাদ দেওয়া ও ভয় প্রদর্শন করা উভয় জাগতিক। অনুগতদেরকে তাঁরা দুনিয়াতে সুন্দর জীবনের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُتْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: 97]

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব সূরা আন নাহল ১৬:৯৭।

৩। রসূলগণ অনুগতদের দুনিয়ার শান্তি এবং ধ্বংসের ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَذْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾

অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন : আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত সূরা (ফুসসিলাত) হা-মীম আস-সাজদা ৪১:১৩।

৪। রসূলগণ অনুগতদেরকে পরকালীন জান্নাত ও তার নিয়ামতের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء : 13]

যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন। যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য সূরা আন নিসা ৪:১৩।

৫। রসূলগণ পাপী ও অবাধ্যদেরকে পরকালে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء : 14]

যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি সূরা আন নিসা ৪:১৪।

৬। সঠিক ও উন্নত চরিত্র এবং বিশুদ্ধ ইবাদতের উত্তম আদর্শ-নমুনা স্থাপনের জন্যও আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : 21]

যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে সূরা আল আহযাব ৩৩:২১।

চ। নাবী ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনা [الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا]:

১। আমরা বিশ্বাস করি যে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। তিনি পূর্বের এবং পরের সকল নবী-রাসূল ও মানুষদের সর্দার বা নেতা। তিনি সর্বশেষ নাবী, তার পরে আর কোন নাবী আসবেন না।

২। তিনি তার উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব উম্মতের নিকটে সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতকে নসিহত করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় সত্য জিহাদ করেছেন।

৩। তিনি যা সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তার আদেশকৃত কাজে তার আনুগত্য করা, নিষেধ ও সতর্ককৃত কাজ হতে দূরে থাকা, তাঁর সুন্নাত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যকে বাদ দিয়ে কেবল তার আনুগত্য করা আমাদের জন্যে ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب : 21]

যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে সূরা আল আহযাব ৩৩:২১।

৪। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য নিজের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী, সকল মানুষ এবং নিজের আত্মার চেয়ে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বেশী ভালবাসা ওয়াজিব। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আমি তোমাদের কারও নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততী এবং সকল মানুষ থেকে প্রিয় ও অধিক ভালবাসার পাত্র না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিন হতে পারবে না সহীহ বুখারী ১৫, সহীহ মুসলিম ৪৪, ইবনে মাজাহ ৬৭, নাসাঈ ৫০১৩।

৫। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসার সত্যিকার প্রমাণ হলো তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তাঁর আনুগত্য ব্যতীত বাস্তব সৌভাগ্য এবং পূর্ণ হেদায়াত সম্ভব নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রসূলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া সূরা আন নূর ২৪:৫৪।

৬। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করা, তাঁর সুনাতের আনুগত্য করা এবং তার পথ নির্দেশকে সম্মান করা আমাদের জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যিক। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا

مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء : 65]

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুস্তচিন্তে কবুল করে নেবে সূরা আন নিসা ৪:৬৫।

৭। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করা থেকে সতর্ক থাকা আমাদের জন্য আবশ্যিক। কেননা, তাঁর বিরোধিতা করা ফিতনা, পথ ভ্রষ্টতা এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কারণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে সূরা আন নূর ২৪:৬৩।

ছ। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ | **إِخْصَائِصُ الرِّسَالَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ** :
পূর্বের রিসালাতসমূহের তুলনায় রিসালাতে মুহাম্মাদীয়ার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে তার কিছু আমরা নিচে তুলে ধরছি:

১। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাতগুলির সমাপ্তি টেনেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب : 40]

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত সূরা আল্ আহযাব ৩৩:৪০।

২। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়া পূর্বের রিসালাত সমূহের নাসিখ বা রহিতকারী। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য ব্যতীত কোন দ্বীন ক্ববুল করবেন না। তাঁর পথ ব্যতীত কেউ জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে না। সঙ্গত কারনেই তিনি হলেন সবচেয়ে মর্যাদাবান রসূল, তাঁর উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত এবং তাঁর শরীয়াত হলো পরিপূর্ণ শরীয়াত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, কসিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত সূরা আল্ ইমরান ৩:৮৫।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ (صحيح مسلم-153)

সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মা, এ উম্মাতের যে কোন ব্যক্তি চাই সে ইয়াহুদী বা খ্রীস্টান হোক আমার

কথা শুনার পর আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার প্রতি ঈমান না এনে মারা গেলে সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে সহীহ মুসলিম ১৫৩।

৩। রিসালাতে মুহাম্মাদীয়াহ মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য। আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأحقاف : 31]

হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন সূরা আল্ আহক্বাফ ৪৬:৩১।

অপর আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ : 28]

আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না সূরা সাবা ৩৪:২৮।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ﴾ (صحيح مسلم-153)

ছয়টি জিনিসের মাধ্যমে আমাকে অন্যান্য নাবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে:

- ১। আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশের যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।
- ২। শত্রুর হৃদয়ে ভয়ের মাধ্যমে আমাকে সহযোগীতা করা হয়েছে।
- ৩। আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হয়েছে।
- ৪। পবিত্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্রকারী ও মাসজিদ করা হয়েছে।
- ৫। সকল সৃষ্টজীবের নিকটে আমাকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৬। আমার মাধ্যমে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে সহীহ মুসলিম ১৫৩।

জ। রাসূলগণের উপর ঈমান আনার প্রভাব [اثر الإيمان بالرسول]:

রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বড় প্রভাব রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। বান্দার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দয়া ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। কেননা তিনি মানুষদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেন এবং তাদের নিকটে ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করেন। কারণ মানুষের জ্ঞান এসব জানার জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء : 107]

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সূরা আল আশ্বিয়া ২১:১০৭)।

২। এই বড় নিয়ামতের দরুন মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

৩। রাসূলগণকে (আলাইহিমুস্ সলাতু ওয়াস্ সালাম) ভালবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাঁদের উপযুক্ত প্রশংসা করা। কেননা, তাঁরা আল্লাহর ইবাদত করেছেন, রিসালাত পৌঁছানো এবং বান্দাদেরকে নসিহতের খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

৪। রসূলগণ আলাইহিমুস্ সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিসালাত নিয়ে এসেছেন তার অনুসরণ করতঃ সে অনুযায়ী আমল করা। এর মাধ্যমে মু'মিনগণ তাঁদের জীবনে কল্যাণ ও হিদায়াত লাভ করবেন এবং উভয় জগতে সৌভাগ্যবান হবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه : 123-124]

(এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে), তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব (সূরা ত্বহা ২০:১২৩-১২৪)।

আখিরাতের প্রতি ঈমান [الإيمان باليوم الآخر]

ক। শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ:

কিয়ামত আসবে নিশ্চিতভাবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং তার জন্য আমল করা। কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত আলামতসমূহের প্রতি বিশ্বাসও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

১। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী কবরের পরীক্ষা, আযাব, নিয়ামত [وبالموت وما بعده
[من فتنة القبر وعذابه ونعيمه]

২। সিঙ্গায় ফুৎকার, কবর হতে সৃষ্টি জীবসমূহের বহির্গমন [وبالنفخ في الصور
[وأخروج الخلائق من القبور]

৩। কিয়ামতের ভয়াবহতা, হাশরের ময়দান ও আমলনামাসমূহ উন্মুক্তকরণ [وما في موقف القيامة من الأهوال والأفراع وتفاصيل الحشر ونشر الصحف]

৪। মীযান বা দাঁড়ি পালা স্থাপন [ووضع الموازين]

৫। পূলসিরাত, হাউযে কাওসার, শাফায়াত [وبالصراط والحووض والشفاعة فيها]

৬। জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহ যার সর্বোচ্চ হলো আল্লাহর দর্শন [وبالجنة
[ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل]

৭। জাহান্নাম ও তার শাস্তি যার কঠিনতম শাস্তি হলো আল্লাহর দর্শন হতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি [وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربه عز وجل]। এসব কিছু কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত।

খ। কুরআনে এ রুকনের গুরুত্ব ও হিক্মাত [إهتمام القرآن بهذا الركن وحكمته]:

কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে কিয়ামত দিবসের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি স্থানে কুরআন এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, উপযুক্ত স্থানে এর প্রতি সতর্ক করেছে। আরবী ভাষার ব্যাকরণিক বিভিন্ন পদ্ধতিতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তাগিদ করা হয়েছে। কুরআনে এ দিবসের প্রতি গুরুত্বের নমুনা হলো,

অনেক স্থানেই এ দিবসের প্রতি ঈমানকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة : 232]

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে সূরা আল বাক্বারা ২:২৩২।

১। কুরআনুল কারীমে ক্বিয়ামতের অনেক আলোচনা এসেছে। এমনকি কুরআনের প্রায় প্রতিটি পাতায় আপনি ক্বিয়ামত দিবস এবং তার বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা পাবেন।

২। ক্বিয়ামত দিবসের গুরুত্বের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ এ দিবসকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। যা এ দিবস সংঘটিত হওয়ার উপর দৃঢ় প্রমাণ বহন করে। যেমন- আল্ হাক্বুকাহ (الحاقة), আল্ ওয়াক্বিয়াহ (الواقعة) এবং ক্বিয়ামাহ (القيامة) ইত্যাদি।

৩। ক্বিয়ামতের কিছু নাম এমন রয়েছে যা তাতে সংঘটিত বিভীষিকার উপর প্রমাণ বহন করে। যেমন, আল্ গাশিয়াহ (الغاشية), আত্বম্মাহ (الطامة), আস্সক্ষাহ (الصاخة) এবং আল্ ক্বারিয়াহ (القارعة)।

কুরআনে বর্ণিত ক্বিয়ামত দিবসের আরো কিছু নাম: ইয়াওমুদ্দীন (يوم الدين), ইয়াওমুল হিসাব (يوم الحساب), ইয়াওমুল জাম্'আহ (يوم الجمعة), ইয়াওমুল খুলূদ (يوم الخلود), ইয়াওমুল খুরুজ (يوم الخروج), ইয়াওমুল হাসরাহ্ (يوم الحسرة) এবং ইয়াওমুত্তানাদ (يوم التناد)।

৪। ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনার অধিক গুরুত্ব দেয়ার হিকমত হলো: মানুষের দিকনির্দেশনা, সৎকর্মে তাদের ধারাবাহিকতা এবং তাক্বওয়ার (আল্লাহর ভয়) ক্ষেত্রে এ দিবসের প্রতি ঈমানের বড় প্রভাব রয়েছে।

৫। ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান ও সৎ আমলকে এক সাথে উল্লেখ করার কুরআনিক নীতি এ হিক্মতের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿لَمَّا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهْتَدِينَ﴾ [التوبة : 18]

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়ম করেছে সলাত ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে সূরা আত্ তাওবা ৯:১৮।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [الأنعام : 92]

এ কুরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্থায়ী সলাত সংরক্ষণ করে সূরা আল্ আনআম ৬:৯২।

৬। সম্ভবত ক্বিয়ামত দিবসকে বেশী উল্লেখের কারণ হলো, দুনিয়ার টান ও তার সম্পদের মোহে মানুষ এ দিবসকে বেশী ভুলে এ সম্পর্কে অসতর্ক থাকে। তাই এ দিবস ও তাতে উল্লেখিত শাস্তি-নিয়ামতের প্রতি ঈমান দুনিয়ার প্রতি অতিরঞ্জিত ভালবাসা কমিয়ে ভাল কাজে প্রতিযোগীতার আগ্রহ যোগাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَعَّلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [التوبة :

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প সূরা আত্ তাওবাহ্ ৯:৩৮।

৭। আল্লাহর উপর ঈমানের পর শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত কোন জিনিস মানুষকে দুনিয়ার মোহ বা ভালবাসা থেকে ফিরাতে পারে না। যখন কেউ বিশ্বাস করবে সকল সম্পদ ধ্বংসশীল তখন আল্লাহর আনুগত্য ও হুকুম পালনে আগ্রহী হবে। দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে বিশ্বাস করবে যে দুনিয়ার সম্পদের পরিবর্তে তাকে পরকালে উচ্চ ও স্থায়ী নিয়ামত দেয়া হবে। সাথে এ বিশ্বাসও রাখবে যে, দুনিয়ার জীবনে পার্থিব সম্পদের মোহে আল্লাহর সীমা অতিক্রম করলে পরকালে তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৮। মানুষ যখন শেষ দিবস বা পরকালে বিশ্বাস করবে তখন সে নিশ্চিত হবে যে দুনিয়ার কোন নিয়ামতই পরকালের নিয়ামতের সাথে তুলনা করা যায় না। অপর দিকে ক্রিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস না রাখা এবং আল্লাহর রাস্তায় দুনিয়ায় পাওয়া শান্তির সাথে পরকালের শান্তির কোন তুলনা হয় না। আবার পরকালে বিশ্বাস এবং দুনিয়াতে আল্লাহর পথে কষ্টের জন্য পরকালে যে নিয়ামত দেওয়া হবে তার সাথে দুনিয়ার কোন নিয়ামতের তুলনা হয় না।

গ। কবরের পরীক্ষা [فتنه القبر]:

আমরা মৃত্যুকে সত্য বলে বিশ্বাস করি (نؤمن بأن الموت حق)। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة : 11]

বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে সূরা আস্ সাজ্জদাহ্ ৩২:১১।

[وهو أمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان حتفه، أن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئاً]

এটা প্রমাণিত বিষয় যা কারো অজানা নয়, এতে কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই। আমরা বিশ্বাস করি যারাই মৃত্যুবরণ করে বা তাকে হত্যা করা হয় অথবা যে কোন কারণে তার মৃত্যু হোক না কেন তা তার নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কারণেই। মানুষের নির্দিষ্ট সময় হতে কোন কিছু কম করা হয় না।

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف : 34]

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে
সূরা আল্ আরাফ ৭:৩৪।

আমরা কুবরের ফিৎনা বা পরীক্ষায় বিশ্বাস করি [ونؤمن بفتنة القبر]

তা হলো দাফনের পর মৃত ব্যক্তিকে [مَنْ رَبُّكَ، وَمَا دِينُكَ، وَمَنْ نَّبِيُّكَ] তার রব, দ্বীন ইসলাম এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। [সহীহ: তিরমিযী ৩১২০, আবু দাউদ ৪৭৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৬৭৮, মিশকাতুল মাসাবিহ ১৩১, ১৬৩০]।

১। ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা‘আলা প্রতিষ্ঠিত কথার উপর দৃঢ় রাখবেন ফলে মু‘মিন ব্যক্তি বলবেন: আমার রব আল্লাহ তা‘আলা, আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নাবী হলেন মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [ربي الله وديني ربي الإسلام وني محمد صلى الله عليه وسلم]।

২। আর অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ পথ ভ্রষ্ট করবেন, ফলে কাফের ব্যক্তি বলবে: হায় ! হায় ! আমি কিছু জানি না [ويضل الله الظالمين، فيقول الكافر: هاه هاه لا] [أُدري]।

৩। মুনাফিক বা সন্দিহান ব্যক্তি বলবে: আমি জানি না, মানুষদেরকে কিছু বলতে শুনেছিলাম আমি তাই বলেছিলাম [ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري سمعت] [الناس يقولون شيئاً فقلته]।

আমরা কবরের আযাব ও নিয়ামতে (শাস্তিতে) বিশ্বাস করি। কবরের আযাব হবে অত্যাচারী কাফের ও মুনাফেকদের [وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ، فَأَمَّا عَذَابُ الْقَبْرِ] ا [فَيَكُونُ لِلظَّالِمِينَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنعام : 93]

যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে সূরা আল্ আন'আম ৬:৯৩।

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরআউনের পরিবার সম্পর্কে বলেন:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر : 46]

সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর সূরা আল-মুমিন ২৩: ৪৬।

যাইদ বিন সাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِقُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسَمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحْهُ فَقَالَ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ فَقَالَ تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ﴾ (مسلم-2867)

এ উম্মত কবরে পরীক্ষিত হবে, যদি তোমরা দাফন করা ছেড়ে না দিতে তবে আমি কবরের আযাবের যে শব্দ শুনতে পাই তোমাদেরকেও তা শোনার জন্য

আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম। এরপর তিনি আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন: তোমরা জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা কর, তাঁরা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে জাহান্নামের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর বললেন: তোমরা কবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর, তাঁরা বললেন: আমরা আল্লাহর নিকটে কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি সহীহ মুসলিম ২৮৬৭।

অপর দিকে কবরের নিয়ামত সত্যবাদী মু'মিনদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت : 30]

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দা ৪১:৩০।

অন্যত্র মহান রব্বুল আলামীন বলেন:

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تُرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ﴾ [الواقعة : 83-89]

অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা উদ্যান সূরা আল্ ওয়াক্বিয়া ৫৬: ৮৩-৮৯।

বারা বিন আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মু'মিনের ব্যাপারে বলেছেন: যে দুই ফেরেশতার প্রশ্নের উত্তর দেয়,

﴿فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَأَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطَبِيبُهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ﴾
(مسند أحمد - 18534)

(যখন মু'মিন ব্যক্তি ফেরেশ্তার প্রশ্নের উত্তর দিবে) তখন আসমানে একজন আহ্বানকারী জোর আওয়াজে বলবে: আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। রসূল ﷺ বলেন: ফলে তার নিকটে জান্নাতের রহমত (আরাম আয়েশ), সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করা হবে সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৮৫৩৪।

কবরের আযাব এবং দুই ফেরেশ্তার প্রশ্নোত্তর সাব্যস্তে মুতাওয়াতিহর সূত্রে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি আযাবের যোগ্য সে কবরে শাস্তি ভোগ করবে আর যে নিয়ামতের যোগ্য সে কবরে শান্তিলাভ করবে। অতএব, তা সাব্যস্তের আকীদাহ্ পোষণ এবং তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। কবরের শাস্তি-শান্তির ধরনের ব্যাপারে আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। এ ব্যাপারে কথা বলা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। কেননা, এ বিষয়ে তার সাথে কোন অঙ্গিকার করা হয়নি এবং এটা দুনিয়ার কোন বিষয় না। কবরের অবস্থা গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয় যা অনুভূতি দিয়ে অনুমান করা সম্ভব নয়।

যদি তা অনুভূতি দিয়ে জানা যেত তবে গায়েবের (অদৃশ্যের) প্রতি বিশ্বাসের কোন লাভ বা তাৎপর্য থাকতো না। মানুষকে ইবাদাতের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার হিক্মত শেষ হয়ে যেত। মানুষেরা কবরের শাস্তি অনুভব করতে পারলে দাফন করা বন্ধ করে দিত।

যেমন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَتُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ

যদি তোমরা দাফন করা বন্ধ না করে দিতে তবে আমি কবরের যে আযাব শুনতে পাই তা তোমাদেরকে শুনানোর জন্য আল্লাহর নিকটে অবশ্যই দু'আ করতাম সহীহ মুসলিম ২৮৬৭।

আর যেহেতু এই হিকমত পশু-পাখির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাই তারা কুবরের আযাব শুনতে ও অনুভব করতে পারে।

ঘ। ক্রিয়ামতের আলামত [أشراط الساعة]

ক্রিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। ক্রিয়ামত আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এর নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না। তিনি এ বিষয়টি সকল মানুষ থেকে গোপন রেখেছেন। তিনি বলেন:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف : 187]

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ক্রিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না সূরা আল্ আরাফ ৭:১৮৭।

ক্রিয়ামতের আলামত, সঙ্কেত ও নিদর্শন সম্পর্কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রিয়ামতের কিছু ছোট আলামতের সংবাদ দিয়েছেন। যার অধিকাংশ মানুষের দুর্নীতি, পারস্পারিক গোলযোগ এবং আল্লাহর সঠিক পথ থেকে তাদের পদস্থলনের সাথে সম্পৃক্ত।

ক্রিয়ামতের কিছু ছোট আলামত জিবরীল আলাইহিস সালাম এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্রিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন এ ব্যাপারে প্রশ্নকৃত প্রশ্নকারী থেকে অধিক জ্ঞাত নন। জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তাহলে এর আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন?

তখন রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

﴿قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْغُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ﴾ (صحيح مسلم-8)

দাসী তার মালিককে জন্ম দিবে (মায়ের সাথে ছেলে মেয়েরা দাসীর মতো আচরণ করবে বা যুদ্ধ বিগ্রহ বেশী হওয়ার কারণে সন্তান ও পিতা-মাতার খোঁজ থাকবে না, ফলে সন্তানেরা মায়ের মালিক হবে), জুতা ও বস্ত্রহীন গরীব ছাগল চারণকারীরা বাড়ি বা বিল্ডিং নিয়ে একে অপরের উপর গর্ব করবে সহীহ মুসলিম ৮।

এক ব্যক্তি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

﴿إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ﴾ (صحيح البخاري-6496)

যখন আমানত নষ্ট করা হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা করবে। সাহাবী বললেন: কিভাবে আমানত নষ্ট হবে? রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন তুমি কিয়ামতের অপেক্ষা কর ছহীহ বুখারী ৬৪৯৬।

[সংযুক্ত: মাওসুআতুল ফিক্বহিল ইসলামী-মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম আত-তুওয়াইজিরী

কিয়ামাতের ছোট আলামতসমূহ

ক। যে সকল আলামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে:

১. নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন (بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم), বুখারী ৬৫০৪
২. চন্দ্র দ্বি-খণ্ডন (وانشقاق القمر آية له), মুসলিম ২৮০০
৩. নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু (وموته - صلى الله عليه وسلم), বুখারী ৩১৭৬

৪. বাইতুল মাক্বাদিসের বিজয় (فتح بيت المقدس), মুসলিম ২৯০২
৫. হিজাজ ভূমি থেকে আগুনের নির্গমন (وخروج نار من أرض الحجاز), সহীহ বুখারী ৩১৭৬, ৭১১৮ হিজরী ৬৫৪ তে সংঘটিত

খ। যে সকল আলামত প্রকাশ পেয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হচ্ছে:

১. ফেতনার প্রকাশ (ظهور الفتن), বুখারী ৭১২১
২. মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার (وظهور مدعي النبوة), বুখারী ৭১২১
৩. দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতার প্রকাশ (وظهور الجهل بالدين), মুসলিম ২৬৭১
৪. জেনা-ব্যভিচার প্রকাশ (وظهور الزنا), মুসলিম ২৬৭১, ছহীহ তারগিব
৫. গান-বাজনার বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রের প্রকাশ ও সেগুলোকে হালাল মনে করা (وظهور المعازف واستحلالها), বুখারী ৫৫৯০
৬. উম্মাতের মাঝে শিরকের প্রকাশ, এমনকি মূর্তিপূজা করবে (وظهور (الشرك في هذه الأمة), সহীহ, তিরমিযী ২২১৯
৭. অশ্লীলতার প্রকাশ (وظهور الفحش), বুখারী ৫৫৯০
৮. কলমের ছড়াছড়ি (وظهور القلم)
৯. পোশাক পড়েও বেপর্দা (وظهور الكاسيات العاريات), মুসলিম ২১২৮
১০. শরিয়াতী জ্ঞান উঠে যাওয়া (قبض علم الشرع), বুখারী ৭১২১, মুসলিম ২৬৭১
১১. বেশী বেশী শর্তারোপ ও জালিমদের সহযোগীদের আধিক্য (و كثرة الشرط وأعوان الظلمة)
১২. মদ পানের ছড়াছড়ি ও তা হালাল মনে করা (و كثرة شرب الخمر) (و استحلالها), মুসলিম ২৬৭১, ছহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব
১৩. যুদ্ধ ও হত্যা বৃদ্ধি পাওয়া (و كثرة الهرج وهو القتل), মুসলিম ১৫৭, বুখারী ৭১২১
১৪. সম্পদের প্রাচুর্যতা (و كثرة المال), বুখারী ১০৩৬, বুখারী ৭১২১
১৫. কৃপণতা বেড়ে যাওয়া (و كثرة الشح), মুসলিম ১৫৭
১৬. মিথ্যা বলা বৃদ্ধি হওয়া (و كثرة الكذب)
১৭. বেশী বেশী ভূমিকম্প (و كثرة الزلازل), বুখারী ১০৩৬, বুখারী ৭১২১
১৮. মিথ্যা সাক্ষ্য বৃদ্ধি পাওয়া (و كثرة شهادة الزور)

১৯. হঠাৎ মৃত্যু (وَكثْرَةُ مَوْتِ الْفَجَاءَةِ)
২০. খালি পা, উলঙ্গ শরীর বিশিষ্ট ছাগলের রাখালের প্রাসাদ নির্মাণ (تَطَاوُلُ), বুখারী ৫০
(الْحَفَاةُ الْعُرَاةُ رِعَاءُ الشَّاةِ فِي الْبَنِيَانِ)
২১. মসজিদের কারুকার্য নিয়ে বাড়াবাড়ি (وَتَبَاهِي النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ وَزَخْرَفْتُهَا), হুহীহ, আবু দাউদ ৪৪৯
২২. সময় সংকুচিত হয়ে আসবে (وَتَقَارِبُ الزَّمَانُ), বুখারী ১০৩৬
২৩. হাটবাজার নিকটবর্তী হওয়া (وَتَقَارِبُ الْأَسْوَاقُ), আহমাদ
২৪. আমানতদারীদেরকে খেয়ানতকারী মনে করা (وَتُخَوِّينَ الْأَمِينَ), আহমাদ
২৫. খেয়ানতকারীদেরকে আমানতদার মনে করা (وَأَثْمَانُ الْخَائِنِ), আহমাদ
২৬. বিশেষ ব্যক্তিদের নিকট সোপর্দ করা (وَتُسَلِّمُ الْخَاصَّةَ)
২৭. হিংস্র পশুর মানুষের সাথে কথা বলা (وَتَكْلِمُ السَّبَاعَ لِلْإِنْسِ), হুহীহ, তিরমিযী ২১৮১
২৮. কারো চাবুকের মাথা ও জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলা (وَتَكْلِمُ), হুহীহ, তিরমিযী ২১৮১
(الرَّجُلُ عَذْبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ)
২৯. তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে (وَتُخْبِرُهُ فِخْذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ), হুহীহ, তিরমিযী ২১৮১
৩০. নিরাপত্তা উঠে যাবে (إِنْتِشَارُ الْأَمْنِ)
৩১. অযোগ্য ব্যক্তির নিকট দায়িত্ব অর্পণ, (وَإِسْنَادُ الْأَمْرِ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ), বুখারী ৬৪৯৬
৩২. নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের সম্মান করা (وَارْتِفَاعُ الْأَسَافِلِ)
৩৩. ছোটদের নিকট জ্ঞান অনুসন্ধান (وَالْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ)
৩৪. আমানত নষ্ট হবে (وَإِضَاعَةُ الْأَمَانَةِ), হুহীহ, ইবনে মাজাহ ৪০৫৩।
৩৫. সুদের বিস্তার (وَإِنْتِشَارُ الرِّبَا), হুহীহ তারগিব ওয়াত তারহিব
৩৬. মন্দের সম্মান (أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ)
৩৭. ভালোর অসম্মান করা (وَتَوْضِعُ الْأَخْيَارِ)
৩৮. কথা বেশী (وَأَنْ يَفْتَحَ الْقَوْلَ)
৩৯. কাজ কম (وَيُخْزَنُ الْعَمَلُ)

৪০. খাদ্য ও অর্থনৈতিকভাবে ইরাক অবরোধ (وَأَنْ تَحَاصِرَ الْعِرَاقَ وَتَمْنَعَ عَنْهَا), মুসলিম ২৯১৩ (الطعام والدرهم)
৪১. খাদ্য ও অর্থনৈতিকভাবে শামদেশ অবরোধ (ثُمَّ تَحَاصِرُ الشَّامَ وَتَمْنَعُ عَنْهَا), মুসলিম ২৯১৩ (الطعام والدينار)
৪২. মিশর অবরোধ (ثُمَّ تَحَاصِرُ مِصْرَ كَذَلِكَ)
৪৩. রোমানরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি করবে (ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ), বুখারী ৩১৭৬, ছহীহ, ইবনে মাজাহ ৪০৪২। (والروم)
৪৪. রোমানরা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করবে (ثُمَّ يَغْدِرُ الرُّومُ بِالْمُسْلِمِينَ), বুখারী ৩১৭৬, ছহীহ, ইবনে মাজাহ ৪০৪২।
৪৫. আরব ভূমি নদী ও শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হওয়া (عُودَ أَرْضِ الْعَرَبِ مَرْوَجًا) (وَأَنْهَارًا)
৪৬. ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকাশ (وَفُشُوِ التِّجَارَةِ)
৪৭. হালাল রুজি অর্জনে সাবধান না হওয়া (وَعَدَمُ تَحْرِيزِ الرِّزْقِ الْهَلَالِ), বুখারী ২০৮৩
৪৮. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ), ছহীহ, মুসতাদরাক হাকিম
৪৯. মন্দ প্রতিবেশী (وَسُوءُ الْجَوَارِ), মুসনাদে আহমাদ
৫০. অর্থের বিনিময়ে ফায়সালা (وَبَيْعُ الْحُكْمِ)
৫১. ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের পদে পদে অনুসরণ (اتِّبَاعُ سُنَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى), সহীহ, তিরমিযী ২১৮০
৫২. সুন্নাহ উঠে যাবে (وَرَفْضُ السُّنَنِ النَّبَوِيَّةِ)
৫৩. দাড়ি মুণ্ডন করা (حُلْقُ اللَّحْيِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ أَوْ بِالْكَلْيَةِ)
৫৪. বৃদ্ধদের যৌবনলাভ (وَتَشَبُّبُ الْمَشِيخَةِ)
৫৫. নেকলোক কমে যাওয়া (وَذَهَابُ الصَّالِحِينَ)
৫৬. নতুন চাঁদ মোটা হওয়া (وَانْتِفَاخُ الْأَهْلَةِ)
৫৭. বৃষ্টি বেশী হওয়া ফলে শস্য কমে যাওয়া (وَكَثْرَةُ الْمَطَرِ وَقِلَّةُ النَّبَاتِ), মুসলিম ২৯০৪
৫৮. রোমীয় বেশী হওয়া ও মুসলিমদের হত্যা করা (وَكَثْرَةُ الرُّومِ وَقَتْلُهُمُ), মুসলিম ২৮৯৮-২৮৯৯ (المسلمين)

গ। যে সকল আলামত আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয়নি, তবে অবশ্যই ঘটবে:

১. ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে (انخسار فُهر الفرات عن جبل من ذهب), মুসলিম ২৮৯৪
২. বিনাযুদ্ধে ইস্তাম্বুল নগরীর বিজয় (فتح القسطنطينية بدون سلاح), মুসলিম ২৯২০
৩. তুর্কীদের হত্যা (قتال الترك), মুসলিম ২৯১২
৪. ইহুদিদের হত্যা এবং তাদের উপর মুসলমানদের বিজয় (قتال اليهود) (ونصر المسلمين عليهم), মুসলিম ২৯২২
৫. কাহতুন গোত্রের একজন লোকের আবির্ভাব যে মানুষকে তার লাঠি দ্বারা হাঁকাবে, পরে সকলে তার আনুগত্য করবে (خروج رجل من قحطان) (يُدان له بالطاعة), মুসলিম ২৯১০
৬. পুরুষদের সংখ্যা কম হওয়া ও নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া (قلة الرجال) (وكثرة النساء), এমনকি ৫০ জন নারীর পরিচালনা করবে একজন পুরুষ, মুসলিম ২৬৭১
৭. মদীনা হতে অনিষ্টতা দূরীকরণ, অতঃপর তার ধ্বংস (ونفي المدينة لشرارها) (ثم خرابها), মুসলিম ১৩৮১
৮. আহলুল বাইত থেকে ইমাম মাহদির প্রকাশ, যিনি পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন (ظهور المهدي وهو رجل من أهل البيت يملأ الأرض قسطاً) (وعدلاً), হাসান, আবু দাউদ ৪২৮৫
৯. একজন হাবশী (আবিসিনিয়ার) এর হাতে কাবা ঘর ধ্বংস হবে, আর তা নির্মাণ করা হবে না (هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة ثم لا تعمر بعده), মুসলিম ২৯০৯
১০. আরামদায়ক ঝড়ো বায়ু প্রবাহিত হয়ে মুমিন নর ও নারী মৃত্যুবরণ করবে (وهبوب ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة), মুসলিম ২৯৩৭
১১. খারাপ মানুষের উপরই কিয়ামাত হবে (ثم تقوم الساعة على شرار الناس وذلك) (في آخر الزمان), মুসলিম ২৯৩৭। সংযুক্তি শেষ।]

ক্বিয়ামতের বড় আলামত বা নিদর্শনসমূহ [وأما العلامات الكبرى]

ইহা ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সেই আলামতসমূহ যার পরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। আর তা কর্তিত পুঁতির মালার (কাঠির) ন্যায় ধারাবাহিকভাবে আসতে থাকবে। হুইহ হাদীসে এরূপ দশটি আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হুয়াইফাহ বিন উসাইদ আল্ গিফারী রাহিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে তিনি বলেন:

﴿أُطْلِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالْجِبَالَ وَالْدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَزُفُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ﴾ (صحيح مسلم - 2901)

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাদের উপর উঁকি মেরে দেখলেন আমরা পরস্পর কোন বিষয়ে আলোচনা করছি। তিনি বললেন: তোমরা কি আলোচনা করছো? তাঁরা বললেন: আমরা ক্বিয়ামতের আলোচনা করছি। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: দশটি আলামত দেখার আগে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর সেগুলো হলো:

১। ধোঁয়া

২। দাজ্জাল

৩। দাব্বাহ্ (চতুষ্পদ জন্তুর বহির্গমন)

৪। পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া

৫। ঈসা বিন মারইয়ামের অবতরণ

৬। ইয়াজুজ-মাজুজের বের হওয়া

৭-৯। তিনটি ভূমি ধস: প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে এবং আরব উপদ্বীপে

১০। আর সর্বশেষে ইয়ামান থেকে এক আগুন বের হবে যা মানুষদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে [সহীহ মুসলিম ২৯০১]।

উদাহরণ স্বরূপ আমরা কিয়ামতের একটি বড় আলামত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্। আর সে আলামতটি হলো: দাজ্জালের প্রকাশ।

দাজ্জালের প্রকাশ

দাজ্জাল হলো কুফরী, পথ ভ্রষ্টতা এবং ফিতনার মূল। সকল নাবী আলাইহিমুস সালাম নিজ নিজ উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করেছেন। নাবীগণ তাদের উম্মতের নিকট দাজ্জালের সকল গুণাগুণ এবং আলামত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে তার উম্মতকে এমনভাবে সতর্ক ও তার আলামত বর্ণনা করেছেন যা চক্ষুস্মান ব্যক্তির নিকটে গোপন থাকতে পারে না।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন:

﴿مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أُنْذِرَ أُمَّتُهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنْ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرُ وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كُفْرٌ﴾ (صحيح مسلم - 2933)

প্রত্যেক নাবী তার উম্মতকে এক চোখ কানা দাজ্জাল থেকে সতর্ক করেছেন। জেনে রেখো দাজ্জালের এক চোখ কানা। কিন্তু তোমাদের রব (পালনকর্তা) কানা নয়। আর দাজ্জালের দু'চোখের মাঝে (কপালে) কাফ; ফা; র; তথা কাফির লেখা থাকবে [সহীহ মুসলিম ২৯৩৩]।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أُنْذِرُ بِهِ نُوحَ قَوْمَهُ﴾

(صحيح البخاري: 3338)

আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সেই হাদীস বলব না যা প্রত্যেক নাবী তার জাতিকে বলেছেন? দাজ্জালের এক চোখ কানা হবে। তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নাহামের অনুরূপ জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে। দাজ্জাল যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা মূলত জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেমন নূহ্ আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন [ছহীহ বুখারী ৩৩৩৮]।

ইল্ম (জ্ঞান) ও আমল ব্যাতিত দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

ইল্ম হলো: এ জ্ঞান থাকা যে দাজ্জাল শরীর বিশিষ্ট খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করে। তার অপূর্ণতা হলো এক চোখ কানা হবে। তার উভয় চোখের মাঝে (কপালে) কাফের লেখা থাকবে।

আমল হলো: প্রত্যেক ছালাতের শেষ তাশাহুদে আল্লাহর নিকটে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সূরা আল্ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করা। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ﴾ (صحيح مسلم -

(809

যে ব্যক্তি সূরাহ্ আল্ কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করল সে দাজ্জাল থেকে মুক্তি পাবে [ছহীহ মুসলিম ৮০৯]।

ঙ। পুনরুত্থান [البعث]:

কুরআন, সুন্নাহ, মানুষের জ্ঞান ও অবিকৃত মন-মানসিকতা পুনরুত্থানে বিশ্বাসের প্রমাণ বহণ করে। তাই আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কবরস্থিতদেরকে আল্লাহ তা'আলা কবর হতে পুনরুত্থান করবেন। প্রত্যেক শরীরে আত্মা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সকল মানুষ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে [عليه الكتاب والسنة]۔

والعقل والفترة السليمة، فنؤمن يقينا بأن الله يبعث من في القبور، وتعاد الأرواح إلى [الأجساد، ويقوم الناس لرب العالمين]।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 15-16]

এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে, অতঃপর ক্রিয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে [সূরা আল মুমিনুন ২৩:১৫-১৬]।

নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُفَاةً غُرَاةً)

ক্রিয়ামতের দিন মানুষদেরকে জুতা, বস্ত্র ও খাৎনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে [সহীহ: সহীহ মুসলিম ২৮৫৯, তিরমিযী ২৪২৩]।

সকল মুসলমানগণ পুনরুত্থান সাব্যস্তে ঐক্যমত, বাস্তবতার চাহিদাও তাই। কেননা, হিক্মত তো এটাই চায় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টিজীবের জন্য একটা প্রত্যাবর্তনস্থল করবেন যাতে তিনি তাদেরকে রাসূলদের মাধ্যমে দেওয়া দায়িত্বের প্রতিদান দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? [সূরা আল মুমিনুন ২৩: ১১৫]।

অসম্ভব মনে করে কাফেররা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। এ ধারণা ভুল, শরীয়াত, অনুভূতি এবং জ্ঞান এ ধারণার বাতিল হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

শরীয়াতের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يُعْثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: 7]

কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর

তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ [সূরা আত্ তাগাবুন ৬৪: ৭]।

অন্য স্থানে মহান রব্বুল ‘আলামীন বলেন:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سَبَأ : 3]

কাফিররা বলে আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলুন : কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সব কিছু আছে সুস্পষ্ট কিতাবে [সূরা সাবা ৩৪: ৩]।

পুনরুত্থান সত্যের ব্যাপারে সকল আসমানী কিতাব একমত।

অনুভূতির দলীল: আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে দুনিয়াতেই মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছেন।

সূরাতুল বাক্বারাতে এ ব্যাপারে পাঁচটি দৃষ্টান্ত রয়েছে:

প্রথমটি আমরা উল্লেখ করছি, তা হলো যখন মূসা আলাইহিস সালাম এর জাতি তাঁকে বলেছিল: আল্লাহ্ তা‘আলা তা ‘আলাকে স্পষ্টভাবে না দেখা পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে মৃত্যু দানকরতঃ পুনরায় জীবিত করেন। এ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেন:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم مِّنَ الصَّاعِقَةِ وَأَتَمَّمْنَا تَذَكُّرُونَ﴾ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 55-56]

আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, কসিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও [সূরা আল বাক্বারা ২: ৫৫-৫৬]।

অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে দ্বিতীয়টি হলো: ঐ নিহিত ব্যক্তি যার ব্যাপারে বানী ইসরাঈলরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একটা গাভী জবাই করে তার কিছু অংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রহার করতে বললেন, যাতে মৃত ব্যক্তি (জীবিত হয়ে) তার হত্যাকারী সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দেয়।

তৃতীয়টি হলো: ঐ সম্প্রদায়ের ঘটনা যারা মৃত্যু ভয়ে তাদের ঘর থেকে পলায়ন করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে পূণরায় জীবিত করেন।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হলো: ঐ ব্যক্তির ঘটনা যে একটা মৃত গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে ঐ গ্রামের পূণরায় জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করল। তখন আল্লাহ্ তাকে একশত বৎসর মৃত রেখে আবার জীবিত করলেন।

পঞ্চমটি হলো: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পাখি জীবিত করার ঘটনা [বিস্তারিত দেখুন সূরা আল বাক্বারা ২ঃ ৭৩, ২৪৩, ২৫৯, ২৬০]।

পুনরুত্থান সম্ভবপর হওয়ার জ্ঞানগত দলীল দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথমটি হলো: আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন ও তার মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি শুরুতেই এসব কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম তিনি পুনরায় তা সৃষ্টি করতে অক্ষম নন। বরং তার জন্য তখন এটা আরও সহজ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم : 27]

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি পূণরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্যে সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় [সূরা আর রুম ৩০:২৭]।

হাড্ডি ক্ষয় প্রাপ্ত ও পচে যাওয়ার পর তা পুনরায় জীবিত করাকে যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিবাদ করে আল্লাহ তা‘আলা আদেশ দিয়ে বলেছেন:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس : 79]

বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত [সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭৯]।

দ্বিতীয়টি হলো: যমীন মৃত ও শুষ্ক হয়ে তাতে কোন সবুজ ঘাস, গাছ-পালা থাকে না। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা জীবিত হয়ে সবুজ আকার ধারণ করতঃ আন্দোলিত হয়ে উঠে এবং তাতে সকল প্রকার সুন্দর উদ্ভিদ গজায়।

যিনি যমীনকে মরে যাওয়ার পর জীবিত করতে সক্ষম তিনি অন্য সকল মৃতকেও জীবিত করতে সক্ষম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق : 9-11]

আমি আকাশ থেকে কল্যাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তদ্বারা বাগান ও শস্য উদগত করি, যেগুলোর ফসল আহরণ করা হয়। এবং লম্বমান খজুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খজুর, বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ এবং বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এমনিভাবে পুনরুত্থান ঘটবে [সূরা আল্ ক্বাফ ৫০: ৯-১১]।

প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিই জানেন যে, যিনি বড় জিনিস করতে সক্ষম তিনি তার চেয়ে ছোট জিনিস করতে অধিক সক্ষম।

আসমান-যমীন এত বড়, প্রশস্ত এবং তার সৃষ্টি বৈচিত্র্যময় হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহই আসমান যমীনকে পূর্ব নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। ফলে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হাড্ডি পচে যাওয়ার পরও তা থেকে পুণরায় মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ﴾ [يس : 81]

যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, (সক্ষম) এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ [সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮১]।

চ। হাশরের ময়দানে উপস্থিতি, হিসাব গ্রহণ এবং কিতাব পাঠ [العرض والحساب وقراءة الكتاب]:

আমরা উপস্থিতি বা আমলনামা পেশে বিশ্বাসী, মানুষদেরকে তাদের রবের সামনে (হিসাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ [الحاقة : 15-18]

সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে। এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না [সূরা আল হাক্বাহ ৬৯:১৫-১৮]।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا﴾ [الكهف : 48]

তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে: তোমরা আমার কাছে এসে গেছো; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না [সূরা আল কাহাফ ১৮: ৪৮]।

আমরা হিসাবে বিশ্বাসী, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের হিসাব নিবেন, মু'মিন বান্দার হিসাব আল্লাহ তা'আলা আলাদা করে নিবেন।

কুরআন হাদীসের বর্ণনা মতে মু'মিনগণ তাদের গুণাহের কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু কাফিরদের ভাল-মন্দ ওজন করে হিসাব নেওয়া হবে না। কারণ, তাদের কোন ভাল কাজ থাকবে না। তবে তাদের আমলগুলো গণনা করে তাদেরকে তার উপর দাঁড় করানো হবে এবং তারা নিজেদের পাপের কথা স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿١﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٢﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٣﴾ وَنُفْقِلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿٥﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿٦﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿٧﴾ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٨﴾ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ ﴿٩﴾ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴿١٠﴾﴾ [الإنشقاق : 6-15]

হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে, এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হুষ্টচিন্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদিক থেকে দেয়া হবে, সে মৃত্যুকে আহবান করবে, এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। কেন যাবে না? (অবশ্যই সে আল্লাহর নিকটে ফিরে যাবে) তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। [সূরা আল ইনশিকাক ৮৪: ৬-১৫]।

আ'য়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ﴾ (صحيح البخاري- 6537)

ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে সে ধ্বংস হবে। আ'য়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾

যার ডান হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে [সূরা আল ইনশিকাক ৮৪:৭-৮]। তখন তিনি বললেন: এটা কেবল পেশ বা উপস্থিত করা। আর ক্বিয়ামত দিবসে যার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে তাকে আযাব ভোগ করতেই হবে [সহীহুল বুখারী ৬৫৩৭]।

আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামত দিবসে তার আমলনামা দেওয়া হবে। যখন মু'মিন তার আমলনামায় তাওহীদ ও সৎআমল দেখবে তখন সে খুব খুশী হবে এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرَعُوا كِتَابِيَّ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة : 19 - 24]

অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে [সূরা আল হাক্বাহ ৬৯:১৯-২৪]।

কিন্তু কাফির, মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে পিছন দিক দিয়ে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। তখন কাফেররা আফসোস করতঃ ধ্বংস, মৃত্যু ও বড় বিষয়গুলিকে ডাকবে এবং স্মরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ * وَلَمْ أَذَرَ مَا حِسَابِيَّ * يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاصِيَةَ * مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي * هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي * خَذُوهُ فَعُْلُوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ﴾

যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে: হায় আমার যদি আমার আমল নামা না দেয়া হতো। আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!

হায়! আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে: ধর একে গলায় বেড়ি পড়িয়ে দাও, অতঃপর নিষ্ক্ষেপ কর জাহান্নামে [সূরা আল হাক্কাহ ৬৯: ২৫-৩১]।

ছ। মীযান বা দাঁড়ি পাল্লা ও পুলসিরাত [الميزان والصراط]:

আমরা ক্রিয়ামতের ময়দানে মীযান বা দাঁড়ি পাল্লায় বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء : 47]

আমি ক্রিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি জুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট [সূরা আল আশিয়া ২১: ৪৭]।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস প্রমাণ করে, যে দাঁড়ি পাল্লায় আমল ওজন করা হবে তার দু'টি পাল্লা থাকবে যা অনুভব করা এবং দেখা যাবে। হিসাব শেষ হওয়ার পরে আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা হিসাব হবে বান্দা কর্তৃক নিজ আমলের স্বীকারোক্তির জন্য আর ওজন হবে তার পরিমাণ প্রকাশের জন্য যাতে সে অনুযায়ী প্রত্যেককে প্রতিদান দেওয়া হয়।

আমরা পুলসিরাতে বিশ্বাস করি, আর তা হলো জান্নাতে যাওয়ার পথে জাহান্নামের উপর স্থাপিত ব্রীজ। প্রত্যেক মানুষ নিজ আমল অনুযায়ী এই ব্রীজের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। মানুষের মধ্যে কেউ চোখের পলকে তা অতিক্রম করবে, কেউ বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত, কেউ উটের আরোহীর মত, কেউ স্বাভাবিক গতিতে, কেউ হেঁটে, কেউ নিতম্বের উপর ভরকরে তা অতিক্রম করবে।

আবার পুলসিরাতের বাঁকা আঁকড়া (বাঁকা পেরেক তথা হুক) কাউকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাকে জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করা হবে।

উল্লেখ্য পুলসিরাতের উপর লোহার বাঁকা আঁকড়া থাকবে যাতে মানুষেরা নিজেদের আমল অনুযায়ী বিদ্ধ হবে, আর যারা পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

জান্না আবশ্যিক যে ব্যক্তি আল্লাহর সোজা পথ দ্বীন ইসলামের উপর এ দুনিয়ায় অবিচল থাকবে সে ব্যক্তি পরকালে অনায়াসে পুলসিরাত পার হতে সক্ষম হবে। আর যারা এ দুনিয়াতে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে তারা পরকালে পুলসিরাত পার হতে পারবে না। ক্বিয়ামতের দিন পুলসিরাতের নিকটে মুনাফিকুরা মু'মিনদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, মুনাফিকুরা পিছনে পড়ে যাবে, মু'মিনগণ আগে যাবে এবং উভয়ের মাঝে একটা প্রাচীরের মাধ্যমে বাধার সৃষ্টি করা হবে ফলে মুনাফিকুরা মু'মিনদের নিকট পৌঁছতে পারবে না।

জ। জান্নাত ও জাহান্নাম [الجنة والنار]

আল্লাহ কর্তৃক মু'মিনদের জন্য প্রস্তুত রাখা জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা জাহান্নামে আমরা বিশ্বাসী। অতএব, জান্নাত জাহান্নাম উভয়টি সত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। জাহান্নাম আল্লাহর শত্রুদের এবং জান্নাত তাঁর বন্ধুদের বাসস্থান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ * وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿[البقرة: 24-25]

আর যদি তা না পারো-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। আর হে নাবী, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই

প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। আর সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে [সূরা আল্ বাক্বারা ২:২৪-২৫]।

পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে জান্নাত জাহান্নাম এবং শাস্তি ও শাস্তির আলোচনা এসেছে। যখনি জান্নাতের আলোচনা এসেছে তার সাথে জাহান্নামের আলোচনা করা হয়েছে, এর বিপরীতটিও হয়েছে। কখনও জান্নাতের আশ্রয় দেখিয়ে সে পথে আহ্বান করা হয়েছে, কখনও জাহান্নামের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে তা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। কখনও আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের জন্য জান্নাতে কি নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন সে সংবাদ দিয়েছেন। অপর দিকে তাঁর শত্রুদের জন্য জাহান্নামে যে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি জমা করে রেখেছেন তার সংবাদ দিয়েছেন। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে তা বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

[আল عمران : 133]

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীনের জন্য [সূরা আল ইমরান ৩:১৩৩]।

জাহান্নাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة : 24]

তাহলে সেই জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য [সূরা আল্ বাক্বারা ২:২৪]।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ﴾ (صحيح البخاري- 3240]

যখন তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করে তখন সকাল সন্ধ্যায় তার সামনে নিজ বাসস্থান পেশ করা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের বাসস্থান। আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামীদের বাসস্থান সকাল সন্ধ্যায় তার নিকটে পেশ করা হয় [সহীহ বুখারী ৩২৪০]।

জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট ও বর্তমানে বিদ্যমানতার পক্ষে কুরআন হাদীসের অনেক দলীল রয়েছে। তাই আহলুস্‌সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআ'ত ঐকমত্য হয়েছেন যে জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্ট এবং বর্তমানে প্রস্তুতকৃত।

আমরা বিশ্বাস করি জান্নাত-জাহান্নাম পুরাতন, নষ্ট এবং ধ্বংস হবে না। কুরআন হাদীসের দলীল তার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে বলেন:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد : 35]

পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে নির্বরণীসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফেরদের প্রতিফল অগ্নি [সূরা আর রাদ ১৩: ৩৫]।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْئَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ﴾ (صحيح مسلم- 2836)

যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে নিয়ামতে থাকবে, দৃঃখ কষ্ট নিরাশা তাকে স্পর্শ করবে না। তাদের কাপড় পুরাতন হবে না এবং তার যৌবন নষ্ট হবে না [সহীহ মুসলিম ২৮৩৬]।

অপর বর্ণনাতে পাওয়া যায় তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে না।

জাহান্নামের স্থায়ী হওয়া ও ধ্বংস না হওয়ার দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ المائدة

37:

তারা (জাহান্নামীরা) জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে [সূরা আল মায়িদা ৫: ৩৭]।

অন্য স্থানে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ [ফাটর : 36]

আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি [সূরা আল ফাতির ৩৫:৩৬]।

হে আল্লাহ্ তা'আলা আমরা তোমার সন্তুষ্টি ও জান্নাত এবং এ দুইয়ের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি। আপনার রাগ ও জাহান্নাম এবং এ দু'য়ের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ হতে আপনার নিকটে আশ্রয় চাচ্ছি। আমীন।

তাক্বদীরের (ভাগ্যের ভালো মন্দের) প্রতি বিশ্বাস [الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ]

ক। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ:

এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে সকল ভালো-মন্দ আল্লাহর ফয়সালা ও পরিমাপ অনুযায়ী হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হয় না, তাঁর ইচ্ছা হতে কোন কিছু বেরিয়ে যেতে পারে না। আল্লাহর নির্ধারিত তাক্বদীর বা ফয়সালা হতে কোন কিছুই বেরিয়ে যেতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা এর ব্যবস্থাপনাতেই দুনিয়ার সবকিছু হয়।

নির্ধারিত তাক্বদীর ও লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ ফয়সালা ও ভাগ্য কেউ অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ তা‘আলা বান্দার কর্ম, বাধ্যতা ও অবাধ্যতার সৃষ্টিকারী। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ বান্দাদেরকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, নিজেদের কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন, বাধ্য করেননি। বরং তাক্বদীর বান্দার শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী বাস্তবায়িত হবে, আল্লাহ তাদের এবং তাদের শক্তির সৃষ্টিকর্তা।

আল্লাহ তা‘আলা নিজের রহমতে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন, যাকে ইচ্ছা নিজের হিকমতে বিপথগামী করেন। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু বান্দা নিজ কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। তাক্বদীর বা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম রুকন।

যেমন ঈমান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালাম এর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন:

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

(صحيح مسلم- ৪)

ঈমান হলো, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ আলাইহিমুস সালাম, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে [ছহীহ মুসলিম ৮]।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপর হাদীসে বলেন:

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلٌ أَحَدٌ أَوْ مِثْلُ جَبَلٍ أَحَدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ يُخْطِئُكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ يُصِيبُكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ (مسند أحمد- 21611)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি আসমান-জমীন বাসীকে শাস্তি দেন তবে অত্যাচারী না হয়েই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারবেন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করলে তার রহমত বান্দার আমল থেকে উত্তম হবে। যদি তোমার ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর তুমি তা আল্লাহর পথে ব্যয় কর; তবে তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তোমার সে দান গ্রহণ করবেন না। জেনে রেখো, তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা থেকে বাঁচার কোন উপায় নাই। আর যা তোমার ভাগ্যে ঘটেনি তা তোমার পাওয়ার নাই। তুমি এ বিশ্বাস ছাড়া ইতিকাল করলে জাহান্নামে যাবে [গ্রহণযোগ্য সনদ: মুসনাদে আহমাদ ২১৬১১]।

কুদূর বা তাক্বদীর হলো: আল্লাহর হিকমত ও পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী নির্ধারিত বিশ্ববাসীর তাক্বদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দ।

খ। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের স্তরসমূহ: তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জানেন। আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিজীব সম্পর্কে সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। তিনি বান্দার সৃষ্টির পূর্বেই তাদের রিযিক, জীবনের নির্ধারিত সময়, কথা-কাজ, তাদের চলা-ফেরা, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব বিষয়, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী তা অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر : 22]

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন, তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা [সূরা আল হাশ্ব ৫৯: ২২]।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভূত [সূরা আত ত্বাঙ্ক ৬৫: ১২]।

দ্বিতীয়: এ বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহর পূর্ব জ্ঞানানুযায়ী পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে তা তিনি লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد : 22]

পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ [সূরা আল হাদীদ ৫৭:২২]।

রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

﴿كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (صحيح مسلم-2653)

আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা মাখলুক বা সৃষ্টিজীবের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন আরশ পানির উপর ছিল [সহীহ মুসলিম ২৬৫৩]।

তৃতীয় বিষয়: আল্লাহর অনিবার্য (যা বাস্তবায়িত হবেই) ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস রাখা যা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিকে কেউ অপারগ করতে সক্ষম নয়। সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাসমূহ আল্লাহর শক্তি ও ইচ্ছানুযায়ী হয়। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা যা চান তা সংঘটিত হয়, যা চান না তা সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان : 30]

আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় [সূরা আদ-দাহর ৭৬: ৩০]। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন [সূরা ইবরাহীম ১৪: ২৭]।

চতুর্থ বিষয়: আল্লাহ্ তায়া'লা একাই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু মাখলুক বা সৃষ্ট। আল্লাহ্ তায়া'লা সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد : 16]

আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী [সূরা আর রা'দ ১৩:১৬]।

অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان : 2]

তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করার পর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিত ভাবে [সূরা আল ফুরকান ২৫:২]।

ইহা জানা আবশ্যক যে সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে তাদের ভাগ্যের ভালো মন্দ জানা মহান আল্লাহর অসীম শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মেই চলছে। তাঁর সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই। বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীন, তিনি তাদের জন্য যা চান তা হয়, আর যা চাননা তা হয় না। তেমনি জানা আবশ্যক তাক্বদীর মূলত বান্দার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর গোপনীয় বিষয়, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা বা প্রেরীত রসূল তা জানেন না।

মু'মিন তার পালনকর্তাকে পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত করে, তাই সে বিশ্বাস করে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার একটা হিকমত আছে। যদি কোন বিষয়ে আল্লাহর হিকমত জানতে না পারে তবে সকল কিছু ব্যপ্তকারী আল্লাহর জ্ঞানের সামনে নিজের জ্ঞানের সল্পতা বুঝতে পারে। ফলে মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ আল্লাহর উপর বাদানুবাদ করে না। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না কিন্তু মানুষেরা নিজেদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

গ। আল্লাহর আদেশকৃত কাজ ত্যাগে ভাগ্যের দোহাই দেয়া:

আমরা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে গুণাবলী বর্ণনা করেছি তা বান্দার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের আওতাধীন কাজে তার চাহিদার পরিপন্থি নয়। কেননা, শরীয়াত ও বাস্তবতায় তা প্রমাণিত বিষয়।

শরীয়তের দলীল, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছার ব্যাপারে বলেন:

﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءَ﴾ [النبا : 39]

এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক [সূরা আন-নাবা ৭৮: ৩৯]।

শক্তি বা সামর্থ্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে [সূরা আল-বাক্বারা ২: ২৮৬]।

বাস্তবতার দলীল হলো: প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে তার নিজস্ব একটা ইচ্ছা ও শক্তি আছে যার মাধ্যমে সে কোন কাজ করে বা ছেড়ে দেয়। স্বেচ্ছায় (যেমন হাঁটা বা চলা-ফেরা করা) এবং অনিচ্ছায় যা হয় (যেমন, কাঁপা বা শিহরিত হয়ে উঠা) সে তার মাঝে পার্থক্য করতে পারে। তবে বান্দার ইচ্ছা ও শক্তি আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্তির আওতাধীন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان-30]

আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় [সূরা আল-ইনসান (দাহর) ৭৬:৩০]।

তাছাড়া সারা বিশ্বের মালিকানা আল্লাহর হাতে সেহেতু তাঁর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞান ব্যতীত কোন কিছুই হয় না। আল্লাহর আদিষ্ট কাজ পরিত্যাগ

বা নিষেধকৃত কাজ করার ক্ষেত্রে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস দিয়ে বান্দার দলীল পেশের কোন সুযোগ নাই। অতএব, যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে ভাগ্যের দোহায় দেয় তার এ দলীল কয়েকভাবে বাতিল বলে গন্য।

প্রথমত: রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنْكِحُ عَلَى كِتَابِنَا وَتَدْعُ الْعَمَلَ قَالَ أَعْمَلُوا فِكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ

জান্নাত ও জাহান্নামে তোমাদের সকলের স্থান লিখা আছে। সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা কি আমাদের ঐ লিখার উপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দিব না? তিনি বললেন: তোমরা আমল কর, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজই সহজ করে দেওয়া হবে যে জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে [সহীহ বুখারী ৪৯৪৯]।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ্ বান্দাকে আদেশ ও নিষেধ করেছেন, আর সে যা পালন করতে সক্ষম তারই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তোমরা আল্লাহকে ভয় কর [সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬]।

যদি বান্দাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হতো তবে তার সাধ্যের বাইরে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হতো যা করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকতো না। অথচ এমনটি সম্পূর্ণ বাতিল। এ জন্যই জ্ঞানের স্বল্পতা, ভুল বা জোর পূর্বক বান্দার

মাধ্যমে কোন অপরাধ হলে তার কোন গুণাহ হবে না। কেননা তার ওজর রয়েছে।

তৃতীয়ত: আল্লাহর লিখিত তাক্বদীর বা ভাগ্য গোপনীয় বিষয় বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত তা জানা যায় না। বান্দা কোন কাজ করার পূর্বেই ইচ্ছা করে থাকে অতএব, বান্দা কর্তৃক কোন কাজের ইচ্ছা করা আল্লাহর লিখিত ভাগ্য লিপির উপর ভিত্তি করে নয়। এমতাবস্থায় তাক্বদীরের মাধ্যমে বান্দার দলীল পেশ করা বাতিল বলে গণ্য। কেননা কোন ব্যক্তি যা জানে না তা ঐ ব্যক্তির জন্য দলীল হতে পারে না।

অবাধ্য ব্যক্তি প্রতিবাদ করে যদি বলে, এ পাপ আমার ভাগ্যে লিখা ছিল। তাকে বলা হবে: তুমি পাপ করার পূর্বে আল্লাহর ইল্ম সম্পর্কে কে তোমাকে অবহিত করল? যেহেতু তুমি (আল্লাহর ইল্ম) জানো না এবং তোমাকে ইচ্ছা ও শক্তি দেওয়া হয়েছে, তোমার সামনে ভাল-মন্দ উভয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, এমতাবস্থায় তুমিই পাপের পছন্দকারী বা ইচ্ছাকারী। তুমি পাপকে সওয়াবের কাজের উপর প্রাধান্য দিয়েছো, অতএব, তোমাকেই তোমার পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

চতুর্থত: ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করে বা পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে তাক্বদীরের অজুহাত দানকারী ব্যক্তির উপর কেউ আক্রমণ করে তার সম্পদ হরণ করে, অথবা তার ইজ্জত হানী করে তাক্বদীরের দোহায় দিয়ে যদি বলে আমাকে দোষারোপ করিও না।

কেননা তোমার উপর আমার আক্রমণ তাক্বদীরের অন্তর্ভুক্ত তবে ঐ ব্যক্তি তা গ্রহণ করবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার কিভাবে অন্য কেউ তার উপর আক্রমণ করলে তাক্বদীরের দলীল সে গ্রহণ করছে না, অথচ আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর উপর বাড়াবাড়ির ব্যাপারে নিজের ক্ষেত্রে সেই তাক্বদীরেরই দলীল দিচ্ছে!

ঘ। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব:

আক্বীদা বা বিশ্বাস হওয়া সত্ত্বেও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। ইহা ঈমানের অন্যতম রুকন তথা স্তম্ভ, যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। মানুষের জীবনে তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার বেশ কিছু প্রভাব রয়েছে।

নিচে কিছু প্রভাব উল্লেখ করা হলো:

১। তাক্বদীর অন্যতম মূখ্য কারণ যা ব্যক্তিকে দুনিয়াবী জীবনে পূর্ণোদ্যমে আল্লাহর সম্ভ্রষ্টজনক কাজ করার প্রতি আহ্বান করে। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান মু'মিনের কাজ করা ও বড় কর্মসমূহে বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাওয়ার পথে শক্তিশালী উৎসাহদানকারী বিষয়। মু'মিনদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করার সাথে সাথে উপকরণ গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আর তারা এ বিশ্বাসেরও আদিষ্ট হয়েছেন যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত উপকরণ বা মাধ্যম কোন ফল দিতে পারে না। কেননা, আল্লাহই উপকরণ ও ফলা-ফল সৃষ্টি করেছেন। রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

﴿الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرُ حَرْصٍ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ﴾ (صحيح مسلم)

[2664]

শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর নিকটে দুর্বল মু'মিন থেকে ভাল এবং প্রিয়। প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে, তোমারা উপকারী বিষয়ে আগ্রহ পোষণ কর। আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর, কখনো দুর্বল হবে না বা নিজেকে দুর্বল মনে করবে না। তোমার কোন কিছু হলে (যেমন বিপদ বা উদ্ভিষ্ট বস্তু না পাওয়া) এ কথা বলিওনা যে আমি যদি এমন করতাম তবে এমন হতো। তবে বলো আল্লাহ ইহাই নির্ধারণ করেছিলেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন, কেননা লাও বা যদি শব্দটি শয়তানের কর্ম খুলে দেয় [সহীহ মুসলিম ২৬৬৪]।

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিমগণ যখন কোন স্থানের প্রেক্ষাপট পরিবর্তন করতে চেয়েছেন, তখন তারা জিহাদের সকল উপকরণ অবলম্বন করেছেন, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন। তারা এমনটি বলেননি যে আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদের বিজয় এবং কাফিরদের পরাজয় লিখে রেখেছেন। তাই আমাদের প্রস্তুতি, জিহাদ, ধৈর্য্য এবং যুদ্ধের ময়দানে যাবার প্রয়োজন নেই (এমন কথা তারা বলেননি)। বরং এসব কিছুই তারা করেছেন ফলে আল্লাহ তাদেরকে

সহযোগীতা করতঃ বিজয়ী করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামকে মর্যাদা দিয়েছেন।

২। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের কুদর বা মর্যাদার পরিধি জানতে পারবে। ফলে সে কখনো অহংকার, অহমিকা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করবে না। কেননা সে তার ভাগ্য ও ভবিষ্যতে কি হবে তা জানতে অপারগ। সুতরাং মানুষ তার অপারগতা এবং আল্লাহর নিকটে সার্বক্ষণিক স্বীয় প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করাই আবশ্যিক।

মানুষ যখন কল্যাণে থাকে তখন অহঙ্কার ও দাঙ্গিকতা করে ঐ কল্যাণ নিয়ে ধোকায থাকে। যখন তার অকল্যাণ হয় তখন সে অস্থির ও চিন্তিত হয়ে উঠে। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসই ভাল অবস্থায় মানুষকে অহঙ্কার, দাঙ্গিকতা এবং খারাপ অবস্থায় চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারে।

তখন সে বিশ্বাস করে যা সংঘটিত হয়েছে তা ভাগ্যের লিখনের কারণেই হয়েছে, যা আল্লাহ তা‘আলা ঐ কর্ম সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই জানেন।

পূর্ববর্তী কোন এক মনিষী বলেন:

﴿مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ لَمْ يَتَّهِنْ بِعَيْشِهِ﴾

যে ব্যক্তি তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না সে তার জীবন নিয়ে শান্তি পায় না।

৩। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা যা মু‘মিনদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করে তা নির্মূল করে। যেমন : হিংসা বিদ্বেষের মতো নোংরা অভ্যাস। আল্লাহ্ কাউকে যে নিয়ামত দিয়েছেন মু‘মিন সে ব্যাপারে মানুষের প্রতি বিদ্বেষ রাখে না। কেননা, আল্লাহই তাদেরকে রিযিক দিয়েছেন এবং ঐ সকল নিয়ামত তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। সে জানে যখন সে অন্যের হিংসা করবে তখন সে তাক্বদীরের উপরই আপত্তি ও প্রতিবাদ করল।

৪। তাক্বদীরে বিশ্বাস কঠিনতার মুক্বাবিলায় অন্তরে সাহস যোগায়, অঙ্গিকারকে শক্তিশালী করে। ফলে মু‘মিন জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকে এবং মৃত্যুকে ভয় করে না, কেননা, সে দৃঢ় বিশ্বাস করে মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত যা সামান্য আগে পরে হয় না।

যখন মু'মিনদের অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে গিয়েছিল তখন তারা জিহাদে ও তা চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাই শত্রুর শক্তি ও সংখ্যা যাই হোক না কেন মুজাহিদগণ জিহাদের ময়দানে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কেননা, তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ভাগ্যে যা লিখা আছে তাই ঘটবেই।

৫। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস মু'মিনের অন্তরে ঈমানের বিভিন্ন বাস্তবতার চারা রোপন করে। তাই সে সব সময় আল্লাহর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা, তাঁর উপর ভরসা এবং তাওয়াক্কুল করে। সাথে সাথে এজন্য উপকরণ অবলম্বন করে। মু'মিন সব সময় আল্লাহর নিকটে ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য সহযোগীতা চাই, সে নিজেও দানশীল হয় এবং অন্য মানুষকে দান-দয়া করতে ভালবাসে। তাই তো দেখা যায় সে অন্যের প্রতি সদয় হয়ে তাদের প্রতি কল্যাণের হাত বাড়িয়ে দেয়।

৬। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব হলো আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নির্দিধায় দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যায়। অত্যাচারী ও কাফিরদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়। আল্লাহর পথে কাজ করতে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করে না।

৭। মানুষের সামনে ঈমানের বাস্তবতা ও চাহিদা তুলে ধরেন। তেমনি তিনি মানুষের সামনে কুফরি ও নিফাকী বা কপটতার আসল রূপ বর্ণনা করতঃ তা থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করেন। বাতিল ও তার নকল বা মিথ্যার দিক উন্মোচন করেন। অত্যাচারীদের সামনে সত্য কথা (ইসলামের দাওয়াত) বলেন। কারণ, মু'মিন এসকল কিছু করেন দৃঢ় ঈমান, আল্লাহর উপর আস্থা ও ভরসা রেখে, এ পথে যে কষ্ট হবে তাতে তিনি ধৈর্য্য ধারণ করেন।

কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী যে মৃত্যু ও রিযিক্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। বান্দার শক্তি ও সহযোগী যতই বেশী হোক না কেন তারা ঐ সবার সামান্য কিছুই মালিকানা রাখে না।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সকল সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাদের অনুসরণকারীদের উপর সলাত ও সালাম বর্ষণ করুন। আমীন।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাভূত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৩. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৪. আল ক্বওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
৫. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসেত্বীয়া -ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৬. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়া -ইমাম ইবনে আবীল ইয় আল-হানাবী
৭. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
৮. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৯. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১০. আস-সিয়াসাহ আশ-শার'ইয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি/ইসলামী রাজনীতি)
- সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন
১১. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
১২. কুরআন ও হাদীছের আলোকে -হজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
১৩. দল, সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য
- সংকলনে আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
১৪. খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১৫. নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজীরী
১৬. মহা উপদেশ-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১৭. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
- ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আকুল
১৮. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
১৯. সিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
২০. যাকাত ও দান-খয়রাত- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
২১. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
২২. রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের মূলনীতি জানার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম
- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী
২৩. কিতাবুল ইলম- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছিলেহ আল উছাইমীন
২৪. শারহ মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ - ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
২৫. ছহীহ আক্বীদার দিশারী - ড. ছিলেহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান